হালিমা খাতুন

রস কদম্ব

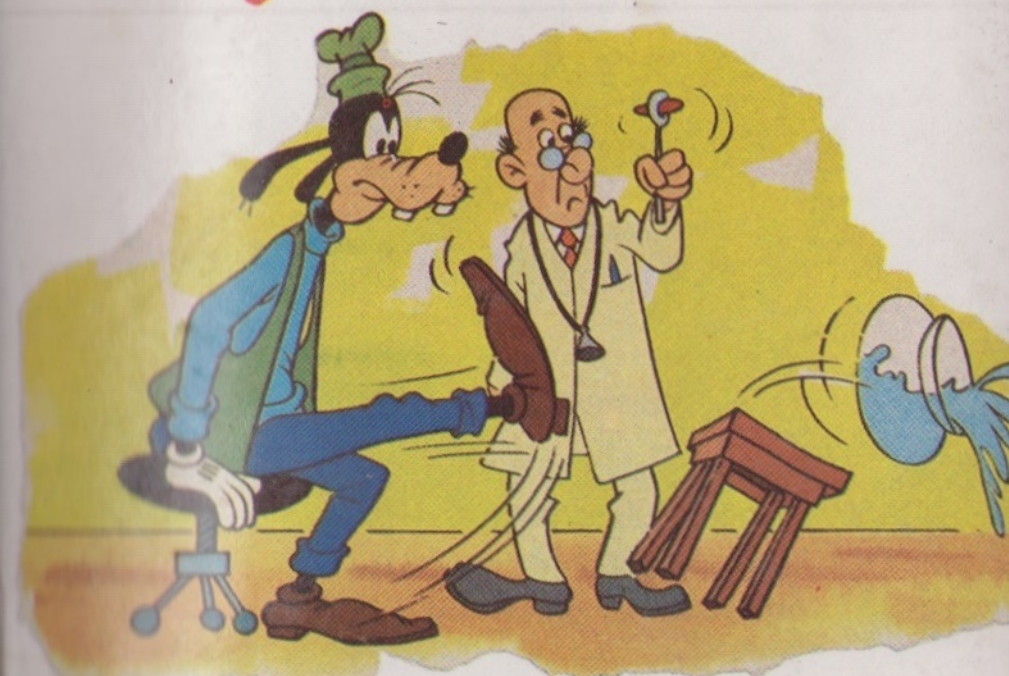

রস কদম্ব

(কৌতুক নাটিকা)

হালিমা খাতুন

বাংলাদেশ লেখক সংসদ

www.pathagar.com

রস কদম্ব

(কৌতুক নাটিকা)

হালিমা খাতুন

১ম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ লেখক সংসদ
৭৪/এ নর্থ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

স্বত্ব ঃ
হালিমা খাতুন

প্রচ্ছদ ঃ
আবিদ আজাদ

অক্ষর বিন্যাস ঃ
আল বেরুনী কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
১৩২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাটাবন, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণে ঃ
নূর কার্ড বোর্ড প্রেস
২৭৮, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশক ঃ
আহসানিয়া মিশন বুক ডিসটিবিউটার
বাড়ি নং ঃ ১৯, সড়ক নং ঃ ১২, (নতুন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা–ঢাকা।

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র ।

Rasho Kadambo

(A Play)

Halima Khatun

Published by : Bangladesh Lekhok Shangshad
74/A North Road, Dhanmondi, Dhaka-1205
Fast Edition : September 1988
Second Edition : February 1996

www.pathagar.com

হালিমা খাতুনের অন্যান্য বই

কাঁঠাল খাবো
বাঘ ও গরু
The Tiger And The Peanut Cow
বেবী ফ্রক গায়
বাচ্চা হাতির কান্ড
ছবি ও পড়া
যুক্ত বর্ণের সেপাই শান্ত্রী
পশু পাখির ছড়া
An Other gooes
মজার পড়া
সবচেয়ে সুন্দর
কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ
বনের ধারে আমরা সবাই
পাখির ছানা
পরিবেশ পরিচিতি
পঞ্চমালার বনে
মস্ত বড় জিনিস
হঠাৎ খুশী

বড়দের জন্য

Silhouette And Starlight
শিশুদের নিয়ে ভাবনা
দুর্ভাবনার সিঁড়িতে

www.pathagar.com

অন্তরা প্রপারিফ

তিতলী বৃন্তারিফ ও

অনুসূয়া-কে

দিদু

www.pathagar.com

অভিনয়ের উপযোগী নাটিকাটির মূল উপাখ্যান একটা রূপ কথার ভিত্তিতে রচিত। হাসি কৌতুকের ভেতর দিয়ে লেখা পড়ার প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষন ব্যক্ত হয়ে উঠেছে প্রধান চরিত্র কদম আলীর কথা ও ভাবনায়। মানুষের সেবার অঙ্গিকার নিয়ে যারা ডাক্তারী পেশায় গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে যারা মানুষের আধি ব্যাধিকে মূলধন করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু কটু বাক্য প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে এর কোন কোনও চরিত্র। নব্য সাক্ষররাও এই নাটক পড়তে পারবেন, আর শিশু-কিশোর, ছোট-বড় অবশ্যই।

হালিমা খাতুন

রস কদম্ব

চরিত্রে

ডাক্তার

কদম আলী — প্রথমে কাঠুরে ও পরে সব জান্তা ডাক্তার

জমিদার

উদ্ভট — কদম আলীর চাকর

মিশ্র — কম্পাউণ্ডার

১ম রোগী, ২য় রোগী, ৩য় রোগী ৪র্থ রোগী

বাতের রোগী, ব্যাথার রোগী, গানের রোগী

১ম খানসামা, ২য় খানসামা, ৩য় খানসামা

ডালিম — কদমের স্ত্রী

জমিদারের স্ত্রী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রস কদম্ব

(কৌতুক নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

(কদম আলী কাঠুরের বাড়ি। সকাল বেলা। কদম আলী উঠোনে বসে একটা লাঠি দা দিয়ে চেঁছে সমান করছে। কদমের স্ত্রী ডালিম ঝাড়ু দিচ্ছে।)

কদম ঃ ডালিম! ডালিম! ডালিম রে। কোথায় গেলি? এদিকে আয়। ডালিম। ডালিম।

(কদমের স্ত্রী ডালিমের দ্রুত প্রবেশ। দূর থেকে উত্তর)।

ডালিম ঃ কি হয়েছে কি? সাত সকালে চেল্লামেল্লি করছ কেন? তোমাকে নিয়ে আর পারি না। (কাছে এসে) কি হল? অত ডালিম, ডালিম বলে ডাকাডাকি করছ কেন?

কদম ঃ ডালিম বলব না কি বেদানা বলব? তোর তো কোন ছেলে-মেয়ে নেই যে তার নাম করে অমুকের মা অমুকের মা বলে ডাকব?

ডালিম ঃ না হয়েছে ভালো হয়েছে। ছেলে-মেয়ে হলে তারা তোমার খাই খাই বের করে দিতো। ছেলে-মেয়ের কি সুখ দেখছ না ও বাড়ির রবির মার। সাত সাতটা বাচ্চা নিয়ে কি ভাজা ভাজা হচ্ছে দিন-রাত। তা বাবা অমন গোষ্ঠী খানেক ছেলে-পেলের আমার দারকার নেই। তোমারই খাই খাই মেটে না দিনরাত। তারপর ছেলে পেলে থাকলে তো বাড়িতে মেছো হাট বসে যেতো।

কদম ঃ তুই সত্যি বলেছিস ডালিম। আমার বড্ড খাই খাই, আমার কেবলি ভাল ভাল জিনিস খেতে ইচ্ছে করে। দেনা আজ চাট্টে

www.pathagar.com

পোলাও রেঁধে। এই লাঠিটা চাঁছা হয়ে গেলেই আমি গোসল করতে যাবো। তুই ততক্ষণ পোলাও রেঁধে ফ্যাল। গোসল করে এসে দু'জনে মিলে পোলাও খাবো। গরম গরম পোলাও। (লোভ সূচক শব্দ)।

ডালিম ঃ হাসালে তুমি কাঠুরে।

কদম ঃ তার মানে?

ডালিম ঃ তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। ঘরে নেই একমুঠো চাল আর তোমার খেতে ইচ্ছে করছে পোলাও। লাউ জোটে না তায় পোলাও।

কদম ঃ বলিস কি তুই? চাল নেই বললেই হল। সে দিন যে কাঠ বেচে চাল আনলাম। সে চাল কি হল? না তুই সব একা একা সাবাড় করেছিস।

ডালিম ঃ সে চাল তো সাতদিন আগে ফুরিয়ে গেছে। পাঁচসের চাল দিয়ে কি সারা মাস চলে? তারপর ওই চাল থেকেই তো রবির মাকে ধার দিলাম। ছেলে-পুলে নিয়ে উপোস করে আছে বেচারী। এসে চাইলো না দিয়ে আর পারলাম না। তারপর এ কদিন সেই মুষ্টি ভিক্ষের চাল দিয়ে চালালাম।

কদম ঃ বেশ করেছিস। এখন আমি কি খাই বলত? বেশ ক্ষিদে লেগেছে।

ডালিম ঃ চাট্টে ক্ষুদ আছে। তাই ফুটিয়ে দিই। পুকুর পাড়ে মরিচ গাছ থেকে দু'টো মরিচ ছিঁড়ে এনো। লবণ আর পেঁয়াজ আছে ঘরে তাতেই চলে যাবে।

কদম ঃ তা তুই ওই ক্ষুদের মধ্যে একটু ঘি আর আদা দিয়ে দিস। বুঝলি। আর ঘি দিয়ে একটা ডিম ভেজে রাখিস গরম গরম।

ডালিম ঃ ডিম কোথায় পাবো শুনি?

কদমম ঃ তোর কালো মুরগীটা ডিম পাড়ছে না?

ডালিম ঃ পাড়ছে। কিন্তুও ডিম কটা আমি বসাবো। ও তুমি খেতে পারবে ঃ

www.pathagar.com

কদম ঃ একটা দে না। মাত্র একটা, আর চাবো না।

ডালিম ঃ বেশ। কিন্তু ঘি কোথায় পাবো শুনি? ঘি কি পুকুরের ' কলসী ভরে এনে ওনার জন্য পোলাও রাঁধবো।

কদম ঃ কেন, দরগার মেলা থেকে সেই যে এক পোয়া ঘি আনলাম তা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? তোর জ্বালায় আর পারি না।

ডালিম ঃ আমার জ্বালায়? তোমার জ্বালায় তো ঘি শেষ হয়েছে।

কদম ঃ আমার জ্বালাটা কি খুলে বল দেখি।

ডালিম ঃ তোমার বড়লোক মামু এলে তার জন্য পোলাও রাঁধলাম। আর যেটুকু ছিল, তোমার আলু ভত্তায় দিতে দিতে কবে শেষ হয়ে গেছে।

কদম ঃ একদম শেষ। একটুও নেই? বোয়েমের গায়ে লেগে টেগে একটু আধটু?

ডালিম ঃ বোয়েম ধুয়ে মুছে আমি তাতে বরই রেখেছি।

কদম ঃ ওহ!(হতাশা) জানিস্ পোলাও খেতে না আমার খুব ভালো লাগে। পোলাওয়ের গন্ধ কি চমৎকার। ইচ্ছে করে গন্ধটা চমুক দিয়ে খেয়ে ফেলি। আর কোরমার গন্ধ তো পাগল বানিয়ে ফেলে আমাকে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ি যখন কাঠ নিয়ে যাই, ওদের খাবার ঘর থেকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গন্ধ বের হয়ে আসে। ওদের মাছ ভাজার গন্ধটাও যে কি অদ্ভুত। আর পোলাও কোরমার কথা তোরে কি বলব। ওখানে গেলে আমি যেন পাগল হয়ে যাই। সত্যি বলছি ডালিম আমার রোজ পোলাও কোরমা খেতে ইচ্ছে করে। ডাক্তার সাহেবরা রোজই বোধ হয় কোরমা পোলাও খায়।

ডালিম ঃ বড় লোক তো ওরা। ওরা তো খাবেই। আল্লা তো খাবার জন্যই দুনিয়ায় ওদের পাঠিয়েছেন। ওদের তো কোন অভাব নেই, ওদের ঘর ভরা টাকা। পকেট ভরা পয়সা। সিকি দোয়ানি,

www.pathagar.com

আনি, আধুলির ওদের কোন অভাব আছে? রাজ্যের অভাব শুধু আমাদের। আমরা যেন অভাবের রাজা।

কদম ঃ সেই জন্যই তো আমার বড়লোক হতে ইচ্ছে করে।

ডালিম ঃ আমারও খুব বড় লোক হতে ইচ্ছে করে। তখন কত মজা। কত খাবার। রোজ পোলাও। রোজ বেগুন ভাজা, রোজ মাগুর মাছ, রুই মাছ, ভেটকী মাছ, বোয়াল মাছ আর সরষে বাটা ইলিশ মাছ। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর বড় লোক হওয়া যায় না। (হতাশা)।

কদম ঃ (উৎসাহের সুরে) আচ্ছা ডালিম তোর তো অনেক বুদ্ধি ! রান্নার চাল থেকে এক মুঠি এক মুঠি করে রেখে জমিয়ে তুই অসময়ে খরচ করিস। কত মজার মজার শাক পাতা ফল মূল বন থেকে খুঁজে আনিস, মুরগী পুষে কত কি করিস। তোর বুদ্ধি একটু খাটিয়ে দ্যাখ তো কি করে বড়লোক হওয়া যায়।

ডালিম ঃ রোজ রোজ পোলাও খেলে বড়লোক হওযা যায়। আর না হলে রোজরোজ কাড়ি কাড়ি কাঠ কাটলে বড় লোক হওয়া যায়। (হাসি)

কদম ঃ ওসব ঠাট্টা রাখ ডালিম। সত্যি করে বল না কি করে বড় লোক হওয়া যায় (মিনতি)।

ডালিম ঃ সত্যি করেই তো বলছি। বেশি করে কাঠ কাটো আর বাজারে নিয়ে ব্যাচো। তাতে অনেক পয়সা, আর অনেক পয়সা মানে অনেক টাকা। আর অনেক টাকা মানে বড়লোক। তাই অনেক বেশি করে কাঠ কাটো। তাহলে অনেক পয়সা পাবে।

কদম ঃ না রে, ডালিম, তা হয় না। অনেক কাঠ কেটে দেখেছি। যে দিন বেশি করে কাঠ কেটে বাজারে নিয়ে যাই সেদিনই কাঠের দাম কমে যায়। একেবারে তেল মাখা বাঁশ থেকে বাঁদর নেমে যাওয়ার মত। তাই মনে হয় বাজারও যেন বড়লোকের কথা শোনে। আমরা তো গরীব, আমরা কাঠ খুটি, ওরাই সব সিমেন্ট। ওদের কৌশলে গরীবরা কোন দিনও ভাল থাকতে

www.pathagar.com

পারে না। বুঝলি ডালিম দুঃখ আমাদের কোনও দিনও যাবে না। আমরা চিরকাল কাঠ কাটবো, গরু চরাবো, হাল চষবো আর ওরা চিরকাল আমাদের ঘাড়ে কাঁঠাল থুয়ে পাকাপাকা কোয়াগুলো আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে মুখে পুরবে। আর আমাদের শোনাবে সবুরে মেওয়া ফলের গপ্পো। দুনিয়াটা একেবারে ধাপ্পাবাজী। একেবারে যাচ্ছে তাই, এক্কেবারে কচু পোড়া, আমার একদম ভাল্লাগেনা। আমি তোরে এই কিরে করে বল্লাম আমাদের দুঃখ কোনই দিনই যাবে না।

ডালিম ঃ উঁহু না। দুঃখ একদিন ঠিকই যাবে। (একটু চিন্তা করে) তুমি এক কাজ কর না?

কদম ঃ কি কাজ? কাজ টাজ আমার আর করতে ইচ্ছে করে না।

ডালিম ঃ ইচ্ছে না করলেও কর। একটা পাহাড় আবিষ্কার কর। বুঝলে জ্যান্ত একটা আস্ত পাহাড়।

কদম ঃ (অবাক হয়ে) পাহাড় কোথায় পাবো? এই বাংলাদেশে মরিচ বাটার শিল নেই তার পাহাড়। জ্যান্ত পাহাড়। পাহাড় একটা হাতের কাছে পেলে তো একটু খুঁড়ে টুড়ে সোনা রূপো লোহা না হয় কেরসিন তেলই বের করে ফেলতাম। তোর যেমন কথা। (বিরক্ত) খালি খালি মিথ্যা কথা বলিস।

ডালিম ঃ মিথ্যে না। একদম সত্যি। কলাগাছের মতো সত্যি। আকাশের মতো সত্যি। কিন্তু পাহাড় খুঁড়ে সোনার রূপো। কেরাসিন না, একদম মণি, মুক্তো আর মোহর। বস্তা বোঝাই মোহর। বস্তা বোঝাই করে তোমার ঐ কাঠের গাড়িতে করে মোহর নিয়ে আসবে। এত মোহর যে তোমার গরুগুলো তা টানতে পারবে না। তুমি তখন ওদের পিটাবে আর গালাগালি দেবে।

কদম ঃ বলিস কি। এত মোহর (হতবাক) কিন্তু এখন কি লোকেরা মোহর চেনে? বাজারে কি মোহর চলবে? খালি খালি পুলিশের গুতো খেয়ে মরি আর কি? মোহর না। আর কিছুর কথা বল। পুলিশকে আমার বড় ভয়। পুলিশ যদি একবার জেনে যায়।

www.pathagar.com

ডালিম ঃ পুলিশ জানবে না। বুদ্ধি থাকলে পুলিশ কেন রাজার চোখেও ধুলো দেওয়া যায়। আর মোহর বাজারে নিতেও হবে না। বাড়িতে নিয়ে এসে কুটোর গাদার তলে পুতে রেখে দেবে। তারপর লাগবে একজন কামার, মানে স্বর্ণকার। হাপর টানা কামার। হাপর টেনে আগুনে বাতাস দিয়ে সোনা গলায় যে কামার তারই একজন কামার লাগবে।

কদম ঃ কামার। হাপর টানা কামার। তুই কি যে বলছিস আমি তার মাথা মুণ্ডু কিছু খুঁজে পাচ্ছিনা।

ডালিম ঃ কথা কি লতা, যে তার মাথা মুণ্ডু থাকবে। শোন। মোহর যদি পাওয়া যায় কামার একজন লাগবে। হাপর টানা কামার। সে এসে মোহর গলিয়ে সোনা করে দেবে। তারপর তা দিয়ে সোনার তাল বানিয়ে মাটির তলে পুতে রেখে দেবো।

কদম ঃ তাহলে বড়লোক হবো কেমন করে? সোনা-দানা টাকা-কড়ি কলসী ভরে পুতে রাখে তো হাড় কিপটে লোকেরা। তারপর তার সাথে একটা মানুষ পুতে রাখে যক্ষ হয়ে সোনা পাহারা দেবার জন্য।

ডালিম ঃ ওরে বাবারে। আমার ওসব দিয়ে দরকার নেই।

কদম ঃ (চিন্তা করতে করতে) দূর। পাহাড় তো নেই ধারে কাছে তা মোহর পাবে কোথায় থেকে? পাহাড় একটা থাকলে আলী বাবার গুহাও নিশ্চয়ই বের করা যেত। গুহা পাওয়া গেলে আর চিন্তা থাকত না। কিন্তু আমার যে ভাই নেই। কাসেম কে হবে?

ডালিম ঃ আমার তো ভাই আছে। তাকে না হয় খবর দেবো। কিন্তু মর্জিনা?

মর্জিনা কে হবে?

কদম ঃ কেন তুই?

ডালিম ঃ না, না, আমি মর্জিনা হতে পারব না। অত নাচ গান আমি জানি না। তাছাড়া ও মেয়েটা বড় শয়তান। অতগুলো লোককে গরম

www.pathagar.com

তেল ঢেলে মেরে ফেলল।

কদম ঃ ওরা তো ডাকাত। ওদের না মারলে যে আলী বাবাকে, মর্জিনাকে, আবদালাক সবাইকে ওরা মেরে ফেলত।

ডালিম ঃ কেন ওদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারত না।

কদম ঃ পুলিশ তো ঘুষ খেয়ে ওদের ছেড়ে দিতো। আর ডাকাতে ডাকাতে ছেয়ে যেতো সারাদেশ।

ডালিম ঃ তা থাক। আমি মর্জিনা হতে পারব না। তুমি বরং কাঠই কাটো। মোহর টোহরের দরকার নেই আমাদের। বুঝলে কাঠই কাটো।

কদম ঃ কাঠ দিয়ে কিচ্ছু হবে না। পাহাড় ও হচ্ছে না; আলী বাবার গুহাও হচ্ছে না। তুই ভেবে চিন্তে একটা কিছু বের কর, আমি ততক্ষণ গোসল করে আসি।

(কদম গোসল করে ফিরে এসে ভিজে লুঙ্গি রোদে দিচ্ছে)

কদম ঃ ডালিম রে কোনও বুদ্ধি বের করতে পারলি নাকি?

ডালিম ঃ করছি। দাঁড়াও তার আগে এই বয়েমের মুখটা খুলে নিই। (বয়েমের মুখ খোলার চেষ্টা)

কদম ঃ বয়েমের মধ্যে কি তুই বুদ্ধি রাখিস? বুদ্ধি না বুদ্ধির আচার কি আছে বল দেখি তোর বয়েমে?

ডালিম ঃ একটু খানি চিনি।

কদম ঃ ফাইন। চিনি দিয়ে একটু ঘন করে পায়েস রাধবি।

ডালিম ঃ আচ্ছা মুশকিল হল তো। ঘরে চাল ধোয়া পানি নেই তার পোলাও চাই, পায়েস চাই, কত কিছু চাই। এক ফোটা মাত্র চিনি, দুধের কোনও খোঁজ নেই পায়েস আমি রাধবো কি দিয়ে শুনি, খালি খাবার ফিকির।

কদম ঃ খাওয়ার ফিকিরেই তো দুনিয়াটা চলছে। দুনিয়ায় খাওয়াটাই আসল। খাওয়ার জন্য বাঁচা আর তার জন্য যত কাজ কাম,

www.pathagar.com

খাবার জন্যই তো রোজ এত কষ্ট করে কাঠ কাটি।

ডালিম ঃ আজও তাই যাও। তাড়াতাড়ি না গেলে কাঠ পাবেনা। শেষকালে সবাই মিলে উপোষ করতে হবে। আর বনে যদি সেদিনকার মত কাকরোল পাও তো নিয়ে এসো। সেদিনকার কাকরোল খুব ভালো লেগেছিল।

কদম ঃ আজকাল বনে কিছুই পাওয়া যায় না। নদীর ওপার থেকে হাভাতে লোকেরা গিয়ে সাত সকালে সব তুলে নিয়ে আসে। শুধু তাই না। গাছ, লতা, ডাল, পাতা সব ছিঁড়ে ভেঙ্গে নিয়ে আসে। আগে কাকরোল, ধুধুল, চিচিঙ্গা কত কিছু পাওয়া যেতো। এখন কচু গাছও মেলে না।

ডালিম ঃ না মেলে না মিলুক। এখন তুমি কাঠ কাটতে যাও।

কদম ঃ যাচ্ছি। তা তুই সত্যি কিছু ভেবে বের করতে পারলি না।

ডালিম ঃ এখন খালি পেটে বুদ্ধি আসছে না। তা তুমি এক কাজ কর না। ডাক্তার সাহেবকে একটু বল। তিনি যদি কিছু বুদ্ধি দিতে পারেন।

কদম ঃ তা বলতে পারি। ডাক্তার সাহেব বড় ভাল মানুষ।

ডালিম ঃ তাহলে ডাক্তার সাহেবকেই ধরো। তাকে ধরে কয়ে তুমি যদি ডাক্তার হয়ে যেতে পারো। তাহলে আর তোমার অভাব থাকবে না। বড়লোক হতে তখন আর দেরী হবে না।

কদম ঃ দূর তাই হয় নাকি? লেখা জানি না, পড়া জানি না। কাঠ কেটে খাই। গোমুখখু মানুষ আমি। আমি কেমন করে ডাক্তার হবো?

ডালিম ঃ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকাল অনেক কিছু হচ্ছে। কত মানুষ মন্ত্রী হয়ে গ্যালো, কত মানুষ উকিল মোক্তার। বুদ্ধি থাকলে হয়, বিদ্যে লাগে না। ডাক্তার সাহেবকে ভাল করে ধরো গিয়ে কাজ একটা হবেই।

কদম ঃ এইতো দিব্বি বুদ্ধির কথা বলছিস। কে বলে তোর বুদ্ধি নেই। বেশ তাই যাই। কাঠ কেটে নিয়ে ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে

www.pathagar.com

যাই। সেদিন তো উনি কাঠের অর্ডার দিয়েছিলেন। তুই কিন্তু পোলাও রেধে রাখবি। খেয়ে উঠেই অমনি কুড়ুল আর গাড়ি নিয়ে নিয়ে রওনা দেবো।

ডালিম ঃ (হাসতে হাসতে) পোলাও না হাতি। ক্ষুদ সিদ্ধ। আজ ডাক্তার সাহেবের কাজ থেকে টাকা না আনলে আর হাড়ি চড়বে না, যাই দেখি হাঁস মুরগীগুলো কোথায় গেল। শেয়ালের যা হাঁক ডাক শুনেছি কাল রাতে। দেখি ওরা আমার হাঁস মুরগীওলো সাবাড় করল কিনা। শোনো বাজার থেকে চাল আর কিছু পুঁটি মাছ এনো।

(প্রস্থান)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ডাক্তারের বাড়ি। ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। বয় খাবার টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। কদম আলী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে খাবার সাজানো দেখছে।]

কদম ঃ (স্বগতোক্তি) আমি যদি ডাক্তার হতে পারতাম তাহলে রোজ রোজ এমনি ভাল ভাল খাবার খেতে পারতাম। ওমা কত্তো রকম খাবার। নামও জানি না সবটার। ওই নৌকার মতো বাটিতে ঠ্যাং দেখা যাচ্ছে ওটাতো নিশ্চয়ই কোরমা। আর একটা বাটিতে ছাতুর মতো গোল গোল ওটা কি বুঝতে পারছি না। ও পাশের থালিটায় মাছ ভাজা। অত্তো বড় বড় ওগুলো কি সরপুঁটি? আবার ওদিকে ওমা অত্তো বড় চান্দা তো দেখিনি কোনও দিন। ডাক্তার সাহেবের কি মজা। রোজ রোজ ওরা কত ভালো খাবার খায়।

ডাক্তার ঃ কে ওখানে দরজার পাশে?

কদম ঃ আমি কদম আলী।

ডাক্তার ঃ কখন এলে কদম আলী। তা কাঠ কয় বোঝা এনেছো?।

কদম ঃ আজ আট বোঝার বেশি আনতে পারিনি। যদি বলেন তো বিকেলে আর কয় বোঝা দিয়ে যাবো।

ডাক্তার ঃ না, আপাততঃ আর লাগবে না। সামনের সপ্তায় একবারে দশ বোঝা দিয়ে যেও, আর যদি পারো তাহলে না হয় চৌদ্দ বোঝা দিও। মেহমান আসবে। কাঠ একটু বেশীই লাগবে। দাঁড়াও তোমার টাকাটা নিয়ে আসি (টাকা এনে) এই নাও তোমার আট বোঝার দাম। আর এই এক টাকা নাও বকশিস। তা সামনের সপ্তাহে ঠিক মতো এসো কিন্তু। কাঠ না হলে কিন্তু চলবে না।

কদম ঃ আপনার মেহেরবাণী, ডাক্তার সাহেব। আচ্ছা যাই এখন সামনের সপ্তায় এসে ঠিকমত কাঠ দিয়ে যাব। বনে যাবো আর

www.pathagar.com

খটাখট শুকনো কাঠ কেটে এনে সোজা এখানে চলে আসবো। এখন (থামল ও দাঁড়িয়ে রইল)।

ডাক্তার ঃ কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে যে কদম আলী? কিছু বলবে?

কদম ঃ (ভয়ে ভয়ে) আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আমি কি আমি কি?

ডাক্তার ঃ তুমি কি? কি বলতে চাও? বলেই ফ্যালো। ভয় কি? বল। বল। রোগীরা সব চেল্লামেল্লি করছে। বলে ফ্যালো।

কদম ঃ আমি কি আপনার মত ডাক্তার হতে পারবো কোন দিন। কি মনে হয় আপনার?

ডাক্তার ঃ মনে আবার হবে কি? (হেসে) আমার মতো ডাক্তার। তা হতে পারবে বই কি। খুবই পারবে একশোবার পারবে। চেষ্টা করলে আজই তুমি ডাক্তার হয়ে যেতে পারো। ডাক্তার হয়ে তোমার কাঠের গাড়ি করেই তুমি রুগী দেখতে যেতে পারো।

কদম ঃ (বিস্ময় ভরা কণ্ঠে) সত্যি বলছেন ডাক্তার সাহেব? আপনি ঠাট্টা করছেন নাতো?

ডাক্তার ঃ মোটেই না। মোটেই না। হতে চাইলেই হওয়া যায়। ডাক্তার, মোক্তার, জোতদার, জমিদার, চৌকিদার, অফিসার, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অপ্রধানমন্ত্রী, ছুতোর, মিস্ত্রি, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, যা ইচ্ছে তোমার। হতে চাইলেই হওয়া যায়।

কদম ঃ আমি, মানে কাঠুরে কদম আলী, আপনার মতো ডাক্তার হতে পারে?

ডাক্তার ঃ আলবৎ পারে। বললাম তো আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? কম্পাউন্ডারকে ডাকবো? শুনে দেখো তার কাছে।

কদম ঃ শোনা লাগবে না ডাক্তার সাহেবে, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না কেমন করে ডাক্তার হওয়া যায়।

ডাক্তার ঃ কাজটা খুবই সোজা।

কদম ঃ সোজা। কি বলেন আপনি? ডাক্তার হওয়া খুব সোজা।

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ সোজা বলেই তো ডাক্তার হয়েছি। নাহলে আর কিছু হয়ে যেতাম।

কদম ঃ তাহলে একটু খুলে বলেন স্যার।

ডাক্তার ঃ খুলেই বলছি। প্রথমে তোমাকে ডাক্তার সাজতে হবে। তার জন্য কিছু নগদ টাকা লাগবে।

কদম ঃ নগদ টাকা কোথায় পাবো? টাকা থাকলে কি আর বড়লোক থুড়ি, ডাক্তার হতে চাচ্ছি।

ডাক্তার ঃ টাকা যোগাড় করাও খুব সিধে বুঝলে কদম আলী। তার জন্য বুদ্ধি থাকা চাই। তোমার মাথায় ওই শ্রীফল মানে বেলের মধ্যে মগজ থাকা চাই মগ বর্গীয় জ।

কদম ঃ ও জিনিসটা শুনেছি গরীব মানুষদের একটু কম থাকে। ছোট বেলায় ভালো করে খেতে না পেলে ঘিলু মানে আপনার মগজ নাকি অপুষ্টি থেকে যায়।

ডাক্তার ঃ এই তো দেখছি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছিস। তা তুই ছোট বেলায় কি খেয়ে মানুষ হয়েছিস বলতো?

কদম ঃ আণ্ডা।

ডাক্তার ঃ তার মানে?

কদম ঃ তার মানে আণ্ডা।

ডাক্তার ঃ একটু খুলে বল।

কদম ঃ তাহলে আপনিও আমাকে খুলে বলেন কি করে ডাক্তার হবো।

ডাক্তার ঃ আমি তো বলতে আরম্ভ করেছিলাম। তা তোর আণ্ডার কথাটা একটু ভেঙ্গে বল। তারপর ডাক্তার হবার কথা বলছি।

কদম ঃ আণ্ডা ভাঙ্গলেই তো সব বেরিয়ে যাবে আমার।

ডাক্তার ঃ তুই তো বেশ মজার মজার কথা বলিস কদম। তা বল তোর আণ্ডার কথা ভেঙ্গে।

কদম ঃ ভেঙ্গে আর বলার কি। ব্যাপারটা আসলে ভাঙ্গা। মানে আমার

www.pathagar.com

মা আমাকে ছোট বেলায় ভাঙ্গা ডিম খাইয়ে মানুষ করছিল।

ডাক্তার ঃ কেমন করে?

কদম ঃ মানে আমার বাপ আণ্ডা মানে ডিম ফেরী করে বেড়াতো। বেচা কেনার সময় যে সব ডিম ভেঙ্গে যেত সেগুলি তো আর বেচা যেত না। অগত্যা সেগুলি বাড়ি নিয়ে আসত বাপজান, মা সেগুলো রান্না করে আমাকে আর আমার ভাইকে খাওয়াতো। ভাইটা আমার ছোট বেলায় মরে গেছিল। না হলে তো আলী বাবার গুহাটা।

ডাক্তার ঃ সেটা আবার কি?

(কম্পাউন্ডার মিশ্র ওষুধের শিশিতে কিছু মেশাতে মেশাতে প্রবেশ)

মিশ্র ঃ ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার সাহেব। দেখেন তো আর কত খানি পানি মেশাবো।

ডাক্তার ঃ (বিরক্ত হয়ে) পানি মেশাবি লোক বুঝে আর পয়সা বুঝে। আগে তো বার বার এসব বলে দিয়েছি। এখন দরকারী কথার মধ্যে এসে গোলমাল করে দিলি ?

মিশ্র ঃ গোলমাল বলে তো আপনাকে দেখাতে এলাম। লোকটা পরে এসেছে ছেঁড়া একটা গিট দেওয়া ময়লা লুঙ্গি। কিন্তু তা হলে কি হবে। ট্যাঁক থেকে একগাদা তাজা নোট বের করে বলল, ভালো ওষুধ বানিয়ে দাও কম্পাউণ্ডার বাবু। আমার একটা মাত্র মেয়ে। তাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। এখন তো মুশকিলে পড়ে গেছি। আসল ওষুধ তো কবে ফুরিয়ে গেছে -

ডাক্তার ঃ মুশকিল হবে না। ভালো ওষুধ মানে আসল ওষুধ ঘরের আলমারীতে তালা বন্ধ করা আছে। আমি যাচ্ছি। এক্ষুণি নিয়ে আসছি। কদম বস। (প্রস্থান)।

কদম ঃ (মিশ্রকে) আপনি কম্পাউণ্ডার, তাই না।

মিশ্র ঃ তাও জানো না। আমার নাম নিরাপদ মিশ্র। দশ বছর ধরে

www.pathagar.com

এখানে কম্পাউণ্ডারগিরি করছি। হ্যাঁ যে সে লোক নই।

কদম ঃ তাইতো দেখছি। তা আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন নাকি?

মিশ্র ঃ পয়সা দিলে সব করতে পারি। ইনজেকশন দিতে পারি। ফোঁড়া কাটতে পারি। ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারি, ওষুধ বানাতে পারি।

কদম ঃ তা আমাকে একটু ওষুধ বানাতে শিখিয়ে দেবেন কম্পাউণ্ডার বাবু?

মিশ্র ঃ দেবো।

ডাক্তার ঃ (ঘরে ঢুকে) কি দেবে কম্পাউণ্ডার?

কদম ঃ ওষুধ বানাতে শিখিয়ে দেবে।

ডাক্তার ঃ ডাক্তার না হয়েই ওষুধ বানাতে শিখে ফেললি। তুই তো সাংঘাতিক উন্নতি করবি কদম আলী। মিশ্র এই নাও। এইটা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে দাও গে। পানি মেশাতে হবে না। তবে পয়সা ঠিকমত গুণে নিয়ে তারপরে ওষুধ দিবে।

কদম ঃ উন্নতি আর করলাম কোথায়? ডাক্তার কেমন করে হবো তা এখনও শেখালেন না।

ডাক্তার ঃ তাড়াতাড়ি শিখতে চাস্। আচ্ছা দাঁড়া। না বস এখানে এই চেয়ারটায়।

কদম ঃ চেয়ারে বসবো?

ডাক্তার ঃ চেয়ারে না বসলে ডাক্তার হবি কি করে?

কদম ঃ খুব লজ্জা করছে। আচ্ছা বসছি। (কাদা মাখা পা নিয়ে চেয়ারের উপরে উঠে পায়খানায় বসার মত বসল।)

ডাক্তার ঃ (হাসতে হাসতে) দূর বোকা। অমনি করে না। পা ঝুলিয়ে বস। রাখ আগে চেয়ারটা মুছে দিক। উদ্ভট। উদ্ভট। একটা ন্যাকড়া এনে চেয়ারটা মুছে দে। (উদ্ভট নামক চাকর এসে চেয়ারটা

www.pathagar.com

মুছে দিল)।

কদম ঃ চেয়ার থাক, ডাক্তার সাহেব। আমি মাটিতে বসছি। আপনি বলেন, কেমন করে ডাক্তার হবো।

ডাক্তার ঃ আচ্ছা বলছি। তোর যখন তর সইছে না, তা তোর অত তাড়া কিসের শুনি !

কদম ঃ মাছ পচে যাবে যে দেরী করলে।

ডাক্তার ঃ এর মধ্যে আবার মাছ এলো কোথা থেকে?

কদম ঃ বাজার থেকে চাট্টে পুঁটি মাছ কিনে এনেছি। পচে গেলে ডালিম রাগ করবে।

ডাক্তার ঃ তা কদম ডালিমটা কে?

কদম ঃ আমার পরিবার।

ডাক্তার ঃ আচ্ছা। বেশ মন দিয়ে শোন। বলছিলাম না ডাক্তার হতে গেলে প্রথমে কিছু নগদ টাকা লাগবে, সেই টাকা দিয়ে লম্বা দেখে একটা সাদা কোট কিনবি।

কদম ঃ কোট দিয়ে কি হবে?

ডাক্তার ঃ পরবি।

কদম ঃ না, আমার লজ্জা করবে কোট পরতে।

ডাক্তার ঃ লজ্জা করলে ডাক্তার হবি কি করে। লজ্জা, টজ্জা রাখ। সাদা কোট পরবি তাই।

কদম ঃ সাদা কোট যে চট করে ময়লা হয়ে যাবে।

ডাক্তার ঃ ময়লা হবে কিসে?

কদম ঃ বনে কাঠ কাটতে কাটতে।

ডাক্তার ঃ দূর পাগল। ডাক্তার হলে বনে কাঠ কাটতে যাবি কেন?

কদম ঃ ও তাই তাইতো। ডাক্তার হলে তো কাঠ কাটা লাগবে না ভুলে গিয়েছিলাম। তা সাদা কোট তো কিনলাম। তারপর কি?

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ তারপর বড় দেখে এক জোড়া চশমা কিনবি। এই আমার জোড়ার মত।

কদম ঃ চশমা চোখে দিলে দেখতে পারবো সব কিছু?

ডাক্তার ঃ আলবৎ পারবি। আমি দেখছি না। তুই ও চমশা চোখে দিলে দেখতে পাবি। এই নে আমারটা চোখে দিয়ে দ্যাখ।

কদম ঃ না, ডাক্তার সাহেব, আপনারটা পরতে পারবনা। আমারটা কিনে আমি পরব। তা আর কিছু লাগবে?

ডাক্তার ঃ লাগবে বাবা লাগবে।

কদম ঃ আগে আপনি যে বলেছিলেন ডাক্তার হওয়া খুব সোজা।

ডাক্তার ঃ সোজা ছাড়া কি?

কদম ঃ তাহলে এত জিনিস লাগবে কেন? আমার তো একটু কুড়ুল হলেই চলে যায়।

ডাক্তার ঃ যায় যদি যায় তো যাক। কুড়ুল দিয়ে তোর আর দেশ শুদ্ধ লোকের দারিদ্র চলা করগে।

কদম ঃ কি বললেন। ঠিক বুঝলাম না।

ডাক্তার ঃ বুঝতে হবে না। আর যা লাগবে এখন শোন।

কদম ঃ বলেন।

ডাক্তার ঃ আর মাথায় দিবি একটা টুপি। বাংলা টুপি না, ইংরেজী টুপি/ যাকে বলে হ্যাট। বুঝলি এইচ এটি হ্যাট।

কদম ঃ আর?

ডাক্তার ঃ আর একটা বড় দেখে ঘড়ি লাগবে।

কদম ঃ ঘড়ি দিয়ে কি করব?

ডাক্তার ঃ ঘড়িটা হাতে দিবি।

কদম ঃ ঘড়ি হাতে দিলে পাড়ার লোকেরা হাসবে যে। ঘড়ি আমি মরে গেলেও হাতে দিতে পারবো না।

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ আচ্ছা বেশ। ঘড়ি যদি হাতে না দিতে পারিস একটা পকেট ঘড়ি কিনবি। রুগী দেখার সময় ঘড়িটা দেখবি।

কদম ঃ কিন্তু সাদা কোট, চশমা, হ্যাট, ঘড়ি এসব আমি পাবো কোথায়?

ডাক্তার ঃ বাজার থেকে কিনবি।

কদম ঃ কিন্তু কি দিয়ে কিনব? পয়সা কোথায় পাবো?

ডাক্তার ঃ পয়সা আসে গাড়ি আর গরু থেকে। তোর গাড়িটা আর গরু দুটো বেচে দে। সেই পয়সা দিয়ে কোট, চশমা, ঘড়ি, হ্যাট ও কিছু ওষুধ পত্তর, ট্যাবলেট, শিশি-বোতল, গলা লম্বা বয়েম, আর গলায় ঝোলাবার জন্য একটি টেথিস্কোপ। বুঝলি?

কদম ঃ জ্বী। কিন্তু। তারপর (হাসি)?

ডাক্তার ঃ তারপর একখানা বর্ণ পরিচয়। ওই যে কয়ে কুক্কুকু মোরগ ডাকে। খয়ে খোকাই যে কোলেই থাকে- সেই রকম একটা বর্ণ পরিচয়। মানে অ আ ক খ র বই বুঝলি।

কদম ঃ বুঝলাম। কিন্তু তারপর?

ডাক্তার ঃ তারপর মস্ত বড় একটা সাইন বোর্ড লাগাবি সদর দরজায়।

কদম ঃ কার দরজায়?

ডাক্তার ঃ তোর দরজায়। আর কার দরজায়? ডাক্তার হবি তুই আর সাইন বোর্ড লাগাবি কি গাঁয়ের মোড়লের বাড়ির দরজায়? শোন তোর বাড়ির সদর দরজায় ভালো করে পেরেক পুতে সাইন বোর্ড লাগাবি। সাইন বোর্ডে লেখা থাকবে 'সব জান্তা ডাক্তার' তার পাশে তোর নাম। আর নামের পাশে অনেকগুলো অক্ষর ধর প ফ ব ভ ম কিম্বা ইংরেজী অক্ষর এক্স, পি, আর, এস, এম, বা অঃ নঃ টঃ এ রকম বা আরবী অক্ষরও লেখা থাকতে পারে। আর সেই সব অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে নানা দেশের নাম সংক্ষেপে লেখা থাকবে যেমন লন্ডনের শুধু, লণ্ড, আমেরিকার আমি, জাপানে জাপা ইত্যাদি এই সব লেখা থাকলে রুগী আর

www.pathagar.com

ঠেকাতে পারবি না। রাতারাতি তোর কপাল খুলে যাবে দড়াম দড়াম করে। বুঝলি কদম আলী বুঝলি।

কদম ঃ বুঝলাম তো। কিন্তু ডাক্তার হয়ে কি করতে হবে তাতো আপনি বললেন না। আমি তো আর আপনার মত রুগী দেখতে শিখিনি। ডাক্তার হয়ে দোকান দিয়ে বসলে তো রুগী আসবে তখন আমি কি করব?

ডাক্তার ঃ রুগীর নাড়ী ধরে জ্বর দেখতে হয় জিভ দেখতে হয়।

কদম ঃ পেটের নাড়ি কেমন করে ধরব?

ডাক্তার ঃ (অট্টহাসি) পেটের নাড়ি ধরতে কে বলেছে? হাতের নাড়ি ধরবি।

কদম ঃ হাতের নাড়ি। সে আবার কোথায়?

ডাক্তার ঃ এই দ্যাখ। ধর, হ্যাঁ আমার হাতের কব্জির এখানে ধরে দ্যাখ।

কদম ঃ আপনি বলছেন নাড়ি দেখার কথা, তা হাতের মধ্যে নাড়ি থাকে নাকি? নাড়ি থাকে তো পেটের মধ্যে।

ডাক্তার ঃ সে তো থাকেই। হাতের এই শিরা ধরে বোঝা যায় রোগীর অবস্থা।

কদম ঃ বেশ তাজ্জব ব্যাপার তো। ওসব আমার দ্বারা হবে টবে না।

ডাক্তার ঃ হবে রে, হবে। ঘাবড়াসনে।

কদম ঃ না, ডাক্তার সাহেব, আমার দ্বারা ওসব হবে না।

ডাক্তার ঃ হবে, নে আমার হাতটা ধরে দ্যাখ।

কদম ঃ (জোরে ধরে) ধরলাম।

ডাক্তার ঃ ওরে বাবারে? অত জোরে না। ছাড় ছাড়। মরে গেলাম রে। (উদ্ভট ও মিশ্র ছুটে এলে হাতের জিনিস পত্র নিয়ে)।

মিশ্র ও উদ্ভট ঃ কি হল? কি হল?

ডাক্তার ঃ কিছু না।

www.pathagar.com

কদম (লজ্জা পেয়ে) আপনি তো ধরতে বললেন।

ডাক্তার ঃ আরে তুই তো আমাকে মেরেই ফেলছিলি। তা শোন। আগে থেকে তোর রুগী দেখা শেখা লাগবে না। রুগী এলে বলবি জ্বর অন্য ডাক্তারকে দেখিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসতে। খালি জ্বর না থুথু, কাশি, রক্ত, পেচ্ছাপ, পায়খানা।

কদম ঃ ওয়াক থু। ওয়াক থু। আমার দরকার নেই অমন ডাক্তারীর। ওয়াক থু।

ডাক্তার ঃ অত ওয়াক থু কিসের জন্য। এসব তো রিপোর্ট।

কদম ঃ রিপোর্ট কি?

ডাক্তার ঃ রিপোর্ট মানে বিবরণ। কাগজে লেখা থাকবে।

কদম ঃ ও তাই। আমি ভাবলাম ওই সব গু মুত। কিন্তু কাগজের লেখা তো আমি ভালো করে পড়তে পারব না। বিদ্যে তো ক্লাস টু। মানে ওই ব ব ক ধ ঝ।

ডাক্তার ঃ বেশ তাতেই হবে। রিপোর্ট আনতে বলবি। তারপর খুশি মত ওষুধ দিবি বেশী বেশী দামের।

কদম ঃ বাঁচালেন এখন বাকীটা বলেন। তাড়াড়াড়ি যেতে হবে। ডালিম অপেক্ষা করে থাকবে।

ডাক্তার ঃ বাকি আর বেশী নেই।

(রোগী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকে)।

রুগী ঃ কিসের আর বাকী নেই ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার ঃ তোমার ব্যারাম সারতে। এই দেখ না একজন নতুন ডাক্তার এসেছে আমার এখানে। উনি সব রোগ সারতে পারেন।

রুগি ঃ তাই নাকি? তাহলে আমার মাকে নিয়ে আসবো ওনার কাছে।

ডাক্তার ঃ তোমার মার কি হয়েছে?

রুগী ঃ আমার মার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, চোখে ছানি পড়েছে, আমাশা, জ্বর আর একটা হাত আর একটা পা খোঁড়া।

www.pathagar.com

ডাক্তার ঃ হ্যাঁ, এই রকম রুগীইতো কদম আলীর চাই।

(কদম আলী ঘামতে শুরু করেছে)।

কদম ঃ হ্যাঁ স্যার আর কি করতে হবে?

ডাক্তার ঃ আর কিছু না। যা যা বলেছি তাই করবি।

আর ওই বর্ণ পরিচয় খানা যেন ভুল হয় না।

কদম ঃ কিন্তু আমি যে ভালো করে পড়তে পারি না।

ডাক্তার ঃ পাঠশালার কি নাইট স্কুলের ওস্তাদের কাছে গেলে শিখিয়ে দেবে।

কদম ঃ লজ্জা করবে যে।

ডাক্তার ঃ লজ্জা করলে ডাক্তার হবে কি করে? বর্ণ পরিচয় থেকে তুমি বেশ অনেকগুলো কঠিন শব্দ মুখস্ত করে রাখবে। যেসব শব্দে অনুস্বর বিসর্গ ও যুক্তাক্ষর বেশী সেই সব শব্দ বেছে বেছে নেবে। তাইতে চলে যাবে। এখন গাড়ি আর গরু বেঁচে যা যা বললাম। সব ব্যবস্থা কর গে।

কদম ঃ (যেতে যেতে) আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না ডাক্তার সাহেব। আল্লাহ আপনার ভালো করুক। সত্যিই আমি একদম ভাবতেই পারছি না যে আমি আপনার মত বড়লোক হব। আর রোজ রোজ পোলাও খাবো। গোস্ত খাবো, রোস্ট খাবো, কাবাব খাবো, চড়ুই ভাতি খাবো . . . কি যে মজা হবে। যাই সব ব্যবস্থা করিগে আর ডালিমকে বলিগে।

(পর্দা)।

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

(কদম আলীর বাড়ি। উল্লাসে বিহবল কদম গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ঢুকল। ডালিম মশলা পিষছে)

কদম ঃ ডালিম। ডালিম। ডালিমরে শীগ্‌গীর আয়।

ডালিম ঃ (সামনে এসে) কি হল? এত খুশী খুশী দেখাচ্ছে যে। বড়লোক হয়ে গেলে নাকি?

কদম ঃ হইনি। তবে হতে আর বেশী বাকী নেই। ধরতে গেলে বড়লোক হয়েই গেছি।

ডালিম ঃ তাই নাকি? তা একটু ধরে দেখি। কেমন করে বড়লোক হবে বল না গো?

কদম ঃ তোর আর তর সইছে না। তা বলছি শোন। আগে ডাক্তার হব তারপর বড়লোক।

ডালিম ঃ কেমন করে ডাক্তার হবে তুমি? কাঠ কেটে খাওয়া কাঠুরে তুমি। লেখাপড়া তো কিচ্ছু জানো না। তা কেমন করে তুমি ডাক্তার হবে?

কদম ঃ লেখাপড়া জানি না মানে? ক্লাশ টু অবধি পড়েছি না? সে কতকাল আগের কথা। ক খ গ ঘ'র জন্য কত মার খেয়েছি পাঠশালায়। শপাশপ বেতের বাড়ি। তাই তো সবকটা অক্ষর এখনও মনে আছে। ভাবছি বর্ণ পরিচয় আবার একখানা কিনে নেব। আমার মনে হয় ও'র একখানা সব বাড়িতে থাকা দরকার।

ডালিম ঃ থাকা দরকার তো বুঝলাম। কিন্তু পয়সা আসবে কোত্থেকে? আচ্ছা বর্ণ পরিচয় পড়া ডাক্তারের কথা শুনিনি তো কখনও।

কদম ঃ শুনিসনি তাতে কি? দেখবি এখন তোর চোখের সামনে। তোর ঘরের মধ্যে। তবে সে অনেক কথা। আগে তুই খাবার দে। ক্ষিধের জ্বালায় পেটটা জ্বলে যাচ্ছে। পোলাও কি রেধেছিস?

www.pathagar.com

ডালিম ঃ বারে। কি বলি আর কি শোনো। সকালেই তো বললাম তোমাকে চাল ঘি মশলা কিচ্ছুই ঘরে নেই। তা পোলাও হবে কি দিয়ে শুনি?

কদম ঃ হবে আমার বুদ্ধি দিয়ে। চাল ঘি ঘরে নেই তো কি হয়েছে? বাজার তো আছে। কি কি লাগবে বল। চট করে বাজার থেকে নিয়ে আসি। বড় থলেটা দিস বুঝলি?

ডালিম ঃ কাঠের দাম পেয়েছো বুঝতে পেরেছি। তা আজ কিন্তু আর পুঁটি মাছ না। বড় মাছ আনবে বুঝলে?

কদম ঃ দূর। পুঁটি আনতে কে যাচ্ছে? বড় দেখে ইলিশ নিয়ে আসব একটা, ইলিশ পোলাও খাবো আজ। আর মুরগীর কোর্মা। আচ্ছা কোর্মা বানানটা কি যেন কয় একার না ওকার? থাকগে বানান। মুরগীর কোর্মা হবে আজ। আর ডাল একদম ঘন ঘন করে রাধবি। এক কাড়ি পানি দিবি না কিন্তু। আর ভাল করে ইয়ে মানে . . .

ডালিম ঃ তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? একদিনে সব পয়সা শেষ করে ফেললে বাকি দিন গুলো চলবে কি করে? তুমি যে ফিরিস্তি দিচ্ছো তাতে তো অনেক টাকা লেগে যাবে গো।

কদম ঃ লাগবেই তো। তোর কোন চিন্তার কারণ নেই। এখন থেকে রোজ শুধু পোলাও আর পোলাও। দেখছিস না বড়লোক হয়ে যাচ্ছি। রোজ বড় লোক। রোজ পোলাও। রোজ রোষ্ট। রোজ গোসত। কাবাব। হালুয়া।

ডালিম ঃ থামো একটু। একটু বুঝে নিই আমি।

কদম ঃ বোঝা তোর লাগবে না।

ডালিম ঃ তাহলে আমিও তোমার মত বড় লোক হব।

কদম ঃ তোর আর হওয়া লাগবে না। আমি হলেই হবে।

ডালিম ঃ না তা হবে না। তুমি একা একা বড় লোক হতে পারবে না। আমিও হবো। তা না হলে সারাদিন আমি সুর করে কাঁদবো

www.pathagar.com

(কান্না)।

কদম ঃ বেশ। বেশ। তুইও বড় লোক হবি। নে এবার কান্না থামিয়ে বাজারে থলে দে।

ডালিম ঃ দিচ্ছি। তবে আমাকে একটা লাল শাড়ী কিনে দেবে;

কদম ঃ দেবো। বাবা দেবো।

ডালিম ঃ আর সোনার চুড়ি?

কদম ঃ তাও দেবো।

ডালিম ঃ আর ফুল কাটা চীনামাটির বাসন। কাচের গ্লাস, বাটি, ভালো ভালো চামচ। বড় লোক হলে আমার অনেক কিছু চাই। বিছানার চাদর, ফুলদানী, হেরিকেন, পিতলের কলসী।

কদম ঃ সব হবেরে ডালিম। সব হবে। হেরিকেন চিলমচী কিছুই বাদ যাবে না।

ডালিম ঃ শোনো, বড় লোক হয়ে গেলে গরু রাখার জন্য একটা রাখাল রাখতে হবে। তুমি নিজে আর গরু চরাতে যাবে না। আর আমিও রোজ তোমার গোয়াল সাফ করতে পারব না।

কদম ঃ গরু গরু করছিস কেন? গরু দিয়ে আর কি হবে?

ডালিম ঃ গরু দিয়ে কি হবে মানে? গরু তোমার কাঠের গাড়ি টানবে? নয়তো আমি তোমার কাঠের গাড়ি টানবো?

কদম ঃ তুই কিছু বুঝছিস না। ডাক্তার হয়ে গেলেতো আর কাঠের গাড়ি লাগবে না। তখন আর কাঠ কাটতে যাচ্ছে কে? তখন লাগবে ঘোড়ার গাড়ি। ডাক্তার হয়ে আমি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রুগী দেখতে যাবো। হাওয়া খেতে খেতে যাবো।

ডালিম ঃ হাওয়া খাবে কেন? ছি। তওবা। ভাত, ডাল, কোর্মা, পোলাওয়ের তখন কি আর অভাব হবে? তবে তোমার ঘোড়ার গাড়ীতে আমিও কিন্তু চড়বো।

কদম ঃ চড়বি। চড়বি। একশবার চড়বি। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে তোর

www.pathagar.com

বাপের বাড়ি, বোনের বাড়ি, ভাইয়ের বাড়ি, বোনপোর বাড়ি, ভাইঝির বাড়ি, পাড়াপড়শীর বাড়ি বেড়াতে যাবি। ইচ্ছে হলে তুই ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে রান্নাবাড়া করতে পারিস। কাঁথা সেলাই করতে পারিস। আর ঘুমিয়েও থাকতে পারিস।

ডালিম ঃ কি যে বলছ তার মাথা মুণ্ডু নেই। ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে ঘুমোতেই যাব কেন আমি? আমার কি ঘুমোবার জায়গা নেই নাকি?

কদম ঃ থাক থাক। তুই এখন বেশী বেশী করে মসলা টসলা বেটে রাখ। বাজার আনলেই রান্না চড়াবি।

ডালিম ঃ বড়লোক হলে কিন্তু আমার জন্য রাঁধুনী রাখতে হবে, আগে থেকে বলে দিচ্ছি।

কদম ঃ আগে আর পিছে কি? তুই বললেই হবে। রাঁধুনী একটা কেন একসের কিনে আনবো।

ডালিম ঃ ধেত্তরী। সেই রাঁধুনী না। রান্না করার লোক।

কদম ঃ বেশ তাই হবে। রান্না করার, বাসন মাজার তরকারী কাটার মসলা পেষার লোক রেখে দেবো। বাড়ি তখন সমগম করবে লোকে। তারা ঝগড়া করবে, আর তুই সারাদিন তাদের ঝগড়া থামাবি। বেশ ভালো ভাবে তোর সময় কাটবে। এখন থলেটা দে দেরী হয়ে গেল।

ডালিম ঃ আমি কিন্তু তখন একটা টিয়ে পাখী পুষব। আর একটা ছাগল আর একটা .....।

কদম ঃ আর একটা বাঘ, একটা হাতি আর একটা গণ্ডার! বেলা হয়ে গেল থলেটা এনে দে। বাজার তো সেই গাঙের ওপার। ভাঙ্গা পুলের উপর দিয়ে যাওয়া কি যে কষ্ট। কাপড় সামলাই তো গামছা পড়ে যায়। লাঠি সামলাতে যাই তো পা পিছলে যায়। আর পা পিছলে গেলে তো একদম বঙ্গোপসাগর। আর তুই তখন বিধবা।

www.pathagar.com

ডালিম ঃ ওসব বিধবা টিধবা অলক্ষুণে কথা বোলো না। আমি থলে এনে দিচ্ছি। আমার জন্য তুমি লাল চুড়ি কিন্ত আজই আনবে।

কদম ঃ থলেটা দিবি কিনা তাই বল?

ডালিম ঃ দিচ্ছি তো।

কদম ঃ তোর দিচ্ছির পাল্লায় পড়ে তো বেলা গড়িয়ে এলো।

ডালিম ঃ আচ্ছা। অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? একা একা সব করি, একটু তো দেরী হবেই। তার উপর আবার কত ভাবনা চিন্তা। বড়লোক হলেই তো আর হোল না (প্রস্থান ও থলে নিয়ে প্রবেশ) এই নাও থলে। বেশী দেরী কোরনা যেন।

কদম ঃ দেরী হবে না। যাবো আর আসবো। কেবল ভাঙ্গাপুল টা থেকে না পড়ে যাই।

(পর্দা)

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

[ডাক্তার কদম আলীর ঘর। জিনিসপত্র, চেয়ার টেবিল টানাটানি করার শব্দ। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কদম আলী বসল।]

কদম ঃ (দীর্ঘশ্বাস) গাড়ি, গরু, কুড়ুল সব বেচে' তো ডাক্তার হয়ে বসলাম। কিন্তু রোগীও আসছে না। সারাদিন শুধু ডাক্তারী জিনিসপত্র গুছাই। চেয়ার টেবিল টানাটানি করি। কিন্তু এভাবে আর ক'দিন চলবে? হাতের পয়সা কড়ি তো শেষ হয়ে এলো। রুগী টুগীর দেখা নেই। দরজায় এত বড় সাইন বোর্ড লাগালাম গায়ে লম্বা কোর্ট পরলাম। মাথায় ধামার মত হ্যাট লাগালাম, তবুও কি আমাকে ডাক্তারের মত দেখা যায় না? লোকজন কি আমাকে এখনও কাঠুরে ভাবে? বুঝতে তো পারছি না। বড্ড মুশকিলে পড়ে গেলাম যে, সাজসোজ দেখে তো এখন কারু বোঝার সাধ্য নেই যে, আগে কাঠুরে ছিলাম। ভুতে পাওয়া রোগী একজন এসেছিল। পরখ করার জন্য তাকে নাকে নস্যি দিয়ে দিলাম। ওমা ! তা সেই ভুতে পাওয়া লোকটা বিরাট এক হ্যাচ্ছো দিয়ে দিব্যি ভালো হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে গেল বলে পয়সা কড়ি বেশী দিল না। আগে বুঝতে পারিনি। নাহলে অত তাড়াতাড়ি ভুতে ধরা রোগীটাকে ভালো করে তুলতাম না। তার পর সেই গরু হারানোর কেসটা। সে ওতো এক আজব ব্যাপার। সেদিন বাজার থেকে ফেরার সময় মফিজদ্দিদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের মধ্যে দেখি কি একটা গরু দড়ি শুদ্ধ জড়িয়ে টড়িয়ে একাকার। ভাবলাম ছাড়িয়ে দিই। কিন্তু কার গরু ধরে আবার বিপদে পড়ি, তাই ভেবে আর তা করলাম না। ওদিকে তো গরু খুঁজতে খুঁজতে হয়রানি। ওরা শেষে আমার কাছে এলো। বিবরণ শুনে বুঝতে পারলাম ঠিক সেই গরুটা। আমি তখন চট করে বলে দিলাম গরুটা কোথায়। কিন্তু এখনতো তো কোন রোগী আসছে না।

www.pathagar.com

রোগী না এলে তো উপোষ করে থাকতে হবে। এই পোষাকে আর কাঠ কাটতে যেতে পারব না। গাড়ি কুড়ুল গরু সবই তো বেচে দিয়ে ডাক্তার হয়ে বসে আছি। এখন উপায় যে কি হবে। (কপালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে করতে)।

নেপথ্য ঃ ডাক্তার সাহেব আছেন নাকি?

কদম ঃ দরজা খোলা আছে। সোজা ভেতরে চলে আসুন। (সম্ভ্রান্ত চেহারার এক ভ্রদ্রলোকের প্রবেশ)।

ভদ্রলোক ঃ স্যার, আপনিই কি সবজান্তা ডাক্তার সাহেব?

কদম ঃ (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ। আমি কি করতে পারি আপনার জন্য? রোগী কি আপনি নিজে? কি হয়েছে আপনার? জ্বর? আমাশা? ভুতে পাওয়া? ওসব না? তাহলে সামনের ওই টেবিলে শুয়ে পড়ুন। আর জোরে জোরে একশ' বার নিঃশ্বাস নিতে থাকুন। সব জিনিসপত্র নিয়ে এসে আমি এক্ষুণি অপারেশন শুরু করে দেব। যান, ভয় পাবেন না। সটান শুয়ে পড়ুন, অন্য রোগীরা টেবিলে খালি পেয়ে শুয়ে পড়বে কিন্তু। তখন আপনার দেরী আর আমার লোকসান বুঝতে পারছেন না।

ভদ্রলোক ঃ বুঝতে আমি ঠিকই পারছি। তবে রোগী আমি নিজে নই তবে কেস আমারই।

কদম ঃ আপনি রোগী না, তবে আপনি কে? শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছেন কেন?

ভদ্রলোক ঃ স্যার,আমার বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার . ..

কদম ঃ ছেলে? স্ত্রী? না মেয়ে?

ভদ্রলোক ঃ না, ওসব কিছু না।

কদম ঃ তবে কি? কি হয়েছে আপনার?

ভদ্রলোক ঃ আমার টাকা!

কদম ঃ টাকা?

www.pathagar.com

ভদ্রলোক ঃ আমার কয়েক হাজার টাকা।

কদম ঃ কয়েক হাজার টাকা, কি হয়েছে?

ভদ্রলোক ঃ চুরি হয়েছে।

কদম ঃ চুরি? টাকা চুরি? তার জন্য ডাক্তারের কাছে এসেছেন।

ভদ্রলোক ঃ আপনি যদি দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দেন। টাকাটা কিছুতেই আমি উদ্ধার করতে পারছি না। ডাক্তার সাহেব, আপনি সবজান্তা বলে আপনার কাছে এসেছি। তা না হলে পুলিশের কাছে যেতাম। কিন্তু ওদের পরে কোন ভরসা নেই। আমার হারানো টাকা তো আমি পাব না, তারপরে ওদের খাই মেটাতে আমি ফতুর হয়ে যাবো। তাই স্যার, বড় নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে এসেছি। স্যার, আমার একটা উপায় করে দিতেই হবে আপনার।

কদম ঃ তাতো করবই তবে বুঝতে পারছি কেস বড় কঠিন। তবে আমার বউ না, সরি! বইখানা একটু কোনসাল্ট করা দরকার। আপনার ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। ব্যবস্থা একটা হবেই। দেখি বইখানা কোথায় গেল। (বই খুঁজতে লাগল।)

ভদ্রলোক ঃ বই বউ যা দেখবার দেখে নেন। দরকার হলে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে করে আমার ওখানে চলেন। আমার অতগুলো টাকা। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

কদম ঃ সেতো আমার সাথে যাবে। যাক সেটা পরের কথা। এখন কথা হল, আপনার রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার।

ভদ্রলোক ঃ রক্ত পরীক্ষা। টাকা হারালেও রক্ত পরীক্ষা! এমন তাজ্জব ব্যাপার তো শুনিনি। তা বেশ। (জামার হাত গুটিয়ে) নেন রক্ত নেন। কই আপনার লোকজন? শিশি বোতল? সিরিঞ্জ?

কদম ঃ না, এখানে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা এখন করতে পারিনি। এমনিতেই রোগীর ভিড় লেগে থাকে। আপনি বরং ভ্যাম পায়ার ফার্মেসী থেকে রক্তটা পরীক্ষা করে নিয়ে আসেন। আর

www.pathagar.com

শোনেন, আপনার বাড়ির একটা ম্যাপও কিন্তু আমার দরকার। আচ্ছা রক্তের পুরনো রিপোর্ট থাকলে চলবে। দেখবেন তো খুঁজে।

ভদ্রলোক ঃ পুরোনা রিপোর্ট থাকতে পারে। সেবার আমার কালাজ্বর হয়েছিল তখন রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল। আমার স্ত্রীর কাছে খোঁজ করে দেখি। সেই ওসব গুছিয়ে টুছিয়ে রাখে তবে বাড়ির ম্যাপ যে আমি কাউকে দিই না।

কদম ঃ ঠিক আছে। ঠিক আছে। ঘাবড়াবার কিছুই নেই, আপনার কাজের জন্য ভিজিটটা বেশী করে দেবেন তাহলে চলবে, টাকা চুরি নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতে হয়েছে? তাই না? তাহলেতো আপনার বাড়িতেই যেতে হবে। বাড়িতে গেলেতো ভিজিট বেশীই লাগবে।

ভদ্রলোক ঃ ভিজিটের জন্য আপনি ভাববেন না। দরকার হলে আমি আপনাকে আগামও ভিজিট দিতে পারি।

কদম ঃ না তা কেন, ভিজিট তো আপনি ঠিকই দেবেন। আর কাগজ পত্র যা লাগে আপনার স্ত্রীর কাছে থেকে চেয়ে নেবো। আর আমার স্ত্রীর কথাতো জানেনই না। সে যে ওষুধ তৈরি করে তার এক পুরিয়া বাড়িতে নিয়ে রাখলে বাড়ি শুদ্ধ সবার অসুখ ভালো হয়ে যায়।

ভদ্রলোক ঃ এই রকমই তো চাই। খাঁটি ওষুধ চাই। ভেজাল না। তাহলে স্যার ওনাকে, মানে আপনার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আসবেন অবশ্য করে। কিন্তু আমার কেসটা তো আসলে অসুখের না।

কদম ঃ অসুখ হোক আর না হোক, প্রতিকার, মানে ওষুধ তো লাগবে। আচ্ছা এবার কেসটার কথা একটি ভালো করে বুঝিয়ে বলুন? কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়? বাড়িতে ইঁদুর টিদুর নেই তো?

ভদ্রলোক ঃ তা থাকবে না কেন? গেরস্ত বাড়িতে ইঁদুর বেড়াল দু'চারটি থাকে। তাতে কি আসবে যাবে। আর সন্দেহ হলেতো নিজেই

www.pathagar.com

তাকে জাপটে ধরতাম। আপনার কাছে আর ছুটে আসতাম না।

কদম ঃ তাতো বটে। তাতো বটে। তা এখন বলুন তো টাকাগুলো ছিল কোথায়? সাবধানে রেখেছিলেন তো?

ভদ্রলোক ঃ অবশ্যই। অবশ্যই সাবধানে রেখেছিলাম। শুনবেন টাকা আমি কোথায় রাখি?

কদম ঃ নিশ্চয়ই শুনব।

ভদ্রলোক ঃ টাকা রাখি আমার বালিশের খোলের মধ্যে।

কদম ঃ বালিশের খোলের মধ্যে টাকা কি নিরাপদ?

ভদ্রলোক ঃ আপনি বলছেন কি মশাই? এর মত নিরাপদ জায়গা আর আছে নাকি কোথাও? টাকা বালিশের খোলের মধ্যে, আর বালিশ রইল আমার মাথার নীচে। তাহলে টাকা কি অসাবধানে রাখা হয়? আর সন্দেহই বা কাকে করব?

কদম ঃ কিন্তু বালিশ তো সারাদিন আপনার মাথার নীচে থাকে না। কাজেই চুরিটা হয়েছে দিনে দুপুরে। চুরি নয় ডাকাতি। দিনে দুপুরে ডাকাতি। ব্যাপারটা তাই বেশ শক্ত মানে গুরুতর। তবে জানেন তো চুরি করাটাও একটা রোগ। অনেকে নিজের জিনিসও চুরি করে। এমন কি বাপ তার ছেলের জিনিসও চুরি করে। ডাক্তারী শাস্ত্রে এর একটা নাম আছে। নামটা আমার ঠিক মনে আসছে না। আপনি ঠিকই বলেছেন সন্দেহ কাকে করবেন? আসল কথাটা হল চুরি তো দিন রাত হচ্ছে। এই দেশের মধ্যে হচ্ছে। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে। হাত সাফাই, কলম সাফাই কত কিছু হচ্ছে। সরকারের এয়ার কন্ডিশন করা ঘরের মধ্যে টেবিলের উপরে, ড্রয়ারের মধ্যে, টেলিফোনের মধ্যে হচ্ছে সরকার কিছুই করতে পারছে না। সরকারের টাকাও ঠিক বালিশের খোলের মধ্য থেকে চুরি হচ্ছে, সে থাক। আমরা ছোট খাট মানুষ। ওসব বলে লাভ নাই।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক ঃ লাভ তো নেই বুঝলাম কিন্তু লোকসান যে পুরোপুরি। এভাবে চুরি হতে লাগলে দেশের মাটি পানি, গাছপালা, তেল ,নুন, আকাশ, পাহাড় সব চুরি হয়ে যাবে। এর একটি প্রতিকার দরকার।

কদম ঃ নিশ্চয়ই। সবাই একজোট হয়ে দাঁড়ালে প্রতিকার হবেই হবে তবুও যা বলছিলাম, আপনি একটু মনে করে বা হিসেব করে দেখেন কেউ যদি টাকা গুলো সরিয়ে থাকে।

ভদ্রলোক ঃ সরিয়েছে তো বটেই। আর সরিয়েছে বলেই আপনার মত নামকরা লোকের কাছে এসেছি। আমার একদম খাঁটি ঝক ঝকে টাকাগুলো যে নেই আমি ভাবতেই পারছিনা। টাকা হারাবার শোকে আমার এখন পাগল হওয়ার যোগাড় আর আপনি বলছেন কি না টাকা সরিয়ে আমি এসেছি আপনার বিদ্যে পরীক্ষা করার জন্য। যাই দেখি আর কোনও গুণীন পাই কিনা। অনেক গুণীন আছে যারা জুতা চালান বাটি চালান কি ছাতি চালান দিয়ে চোর ধরে আনতে পারে। এলেম দিয়ে অনেকে হারান জিনিস খুঁজে বের করতে পারে। যাই তাহলে দেখি গুণীন কি ওঝা পাই কিনা। (গমনোদ্যত)

কদম ঃ আরে ! রাগ করছেন কেন? একটু জিজ্ঞাসাবাদ না করে কি ডাক্তারী করা যায় নাকি? হোমোপ্যাথি ডাক্তার দেখতেন আপনার চৌদ্দপুরুষের খবর নিয়ে ছাড়ত। তাদের মত আমিতো আপনাকে জিজ্ঞাসা করেনি যে আপনার ঠান্ডা ভালো লাগে না গরম ভালো লাগে, টক ভালো লাগে না মিষ্টি ভালো লাগে। তা থাক ওসব কথা।

ভদ্রলোক ঃ তবে থাকবে কোন কথা? আমার জ্বালায় যে আমি বাঁচিনা।

কদম ঃ এই পুরিয়াটা নিয়ে যান। এর মধ্যে যে ঔষুধ আছে তা একটু একটু করে খাবার পানিতে ছড়িয়ে দেবেন। তবে কেউ যেন তা দেখতে বা বুঝতে না পারে।

ভদ্রলোক ঃ ব্যাস এতেই হবে?

www.pathagar.com

কদম ঃ শুধু এতেই হবে নাকি! এত মাত্র সুচনা। ফাস্ট ডোজ। এর পরে অনেক কিছু করতে হবে, সেসব আসল জায়গায় মানে আপনার বাড়িতে গিয়ে হবে। আগেই তো বলেছি যে ভিজিট একটু বেশী করেই দেবেন। আমি অবশ্য ভিজিট নিয়ে মানুষের সাথে কড়াকড়ি করিনা। তা যা বলছিলাম আমি ভাই খাওয়া দাওয়াটী একটু ভালই পছন্দ করি। তাই ভাল ব্যবস্থা করবেন আশা করি।

ভদ্রলোক ঃ ছি ছি ছি ওকথা বলে লজ্জা দেন কেন? খাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমি করব। তবে আপনার জন্য বিশেষ কোন খাবার তৈরী করতে হবে কিনা বললে তাও করে রাখবো।

কদম ঃ বিশেষ আর কি? কোর্মা পোলাও রোস্ট কাবাব এসব তো আপনি করবেনই জানি। মিষ্টিটাও আমি বেশ পছন্দ করি। ভারী খাবারের পর ভারী মিষ্টিই ভালোবাসি।

ভদ্রলোক ঃ তা কোনও বিশেষ মিষ্টি আপনার জন্য জোগাড় করতে পারি কি?

কদম ঃ পারেন বই কি? নিশ্চয় ই পারেন।

ভদ্রলোক ঃ কি সেটা?

কদম ঃ রস কদম।

ভদ্রলোক ঃ ও নিয়ে ভাববেন না। বেশী করে রস কদম আমি আনিয়ে রাখবো। আর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের বাড়িতে রোজ ভালই হয়। তাছাড়া আপনারা যখন যাচ্ছেন আমার উপকার করতে।

কদম ঃ না, উপকার আর কি। সামান্য পারিশ্রমিকের বদলে আপনার চিকিৎসা করা। এই আর কি।

ভদ্রলোক ঃ আমার চিকিৎসা কি আপনার চিকিৎসা সে পরে দেখা যাবে। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকুন। আমি বাড়িতে গিয়ে আপনাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

কদম ঃ ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কি করেন কিছুইতো জানতে পারলাম না।

ভদ্রলোক ঃ ও, তাইতো, আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমি হলাম গিয়ে নদীর ওপারের ফুলতলা গ্রামের সামান্য জমিদার।

কদম ঃ জমিদার। ফুলতলার জমিদার সাহেব আপনি। কি সৌভাগ্য আমার। কি সৌভাগ্য তা আপনি কিছু ভাববেন না। আমার গরু গাড়িটা থাকলে আমি এখনই রওনা হয়ে যেতাম। তবে একটা কথা আমি যে ডাক্তার একথা যেন আপনার কাজের লোকেরা জানতে না পারে!

ভদ্রলোক ঃ না, কাউকে জানতে দেব না আপনি ডাক্তার। আপনারা রেডি হয়ে থাকবেন। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। (প্রস্থান)

(কদম আলী মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছে। ডালিমের প্রবেশ)

ডালিম ঃ মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কি?

কদম ঃ ডালিমরে, বোধ হয় কদম আলীর কথাই ভাবছি।

ডালিম ঃ নিজের কথা ভাবছো ? তুমি কি ফকির দরবেশ হয়ে গেলে নাকি?

কদম ঃ দরবেশ হতে পারলেতো ভাল হতরে। কদম আলীর আর বুঝি ডাক্তারী করা চলবে না। সামনে ঘোর বিপদ।

ডালিম ঃ বালাই ষাট। ডাক্তারী করা চলবে না কেন শুনি? কে এসেছিল কি বলে গেল সে?

কদম ঃ কে আবার ? ফুলতলার জমিদার সাহেব নিজে।

ডালিম ঃ জমিদার সাহেব। কি ভাগ্যি। কি ভাগ্যি। উনি নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক টাকা দেবেন। আর টাকা পেয়েই কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি কিনতে হবে।

কদম ঃ নারে ডালিম না, (বর্ণ পরিচয় দেখিয়ে) ঘ'য়ে ঘোড়ার গাড়ি না। আবার গ'য়ে গরুর গাড়ি। আবার সেই কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটা।

www.pathagar.com

বুঝলি ডালিম বিবি, আবার সেই কাঠুরেগিরি। বড়লোক হওয়া আর কপালে জুটল না ডালিম।

ডালিম ঃ এত ভয় পাওয়ার কি আছে? তুমি না সবজান্তা ডাক্তার। এইতো সেদিন বসিরদ্দির বৌয়ের পোষা বিড়ালটা দিব্যি খুঁজে বের করে দিলে। তারপর মফিজদ্দির গরুটা।

কদম ঃ সেই জন্যই তো সবজান্তা নামটা বেশ চালু হয়ে গেছে। তা সে তো বিড়াল। অবিকল একটা পাওয়া গিয়েছিল তাই রক্ষে। আর গরুটাকে আমি কিছু আগে দেখেছিলাম। এসব তো চান্স। না হলে ডাক্তারীর ড'তো জানিনা। অথচ দরজায় তো বড় বড় করে লিখে রেখেছি সবজান্তা।

ডালিম ঃ ভালোই তো হয়েছে।

কম ঃ কচু ভালো। ফাঁকি জুকির সবজান্তাগিরি আর কদিন চলবে। সেবার তো কপাল গুণে বিড়াল একটা পেয়েছিলাম এবার যে টাকা। আর মোটা অংকের টাকা। বালিশের খোলের মধ্যে ছিল। এ টাকা বের করতে না পারলে তো আমাকেই বালিশের মধ্যে পুরে ফেলবে। সব জান্তা নাম তখন ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘুঁচে যাবে। তাই তো ভাবনা হচ্ছে ডালিম।

ডালিম ঃ অত শত ভাববার কি আছে? যা হয় একটা হবে আল্লাহ দিলে জমিদারের টাকা আমরা বের করতে পারব আর যদি নাই পারি আর একদেশে চলে যাব। সেখানে গিয়ে আবার তুমি ডাক্তার হয়ে বসবে। (বর্ণ পরিচয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে) আচ্ছা, বইয়ের সাহায্যে জমিদার সাহেবের হারানো টাকা আমরা বের করতে পারবনা? তানা হলে ডাক্তার সাহেব এ বই কাছে রাখতে বলেছেন কেন? আমার মনে হয় দেশের সব লোকের একখানা করে বর্ণ পরিচয় থাকা দরকার। শুধু থাকা না সবার লেখা পড়া শেখা দরকার। যারা শিখেছে তারা অন্যদের শেখাবে। তাহলে তো সবাই শিখে ফেলবে লেখাপড়া এই দ্যাখোনা বইটি আনার পরে আমিও অনেক শিখে ফেলেছি।

www.pathagar.com

কদম ঃ শিখেছিস ভালো করেছিস। ভালোয় ভালোয় এবারের ফাড়াটা কেটে গেলে আর ডাক্তারীর মধ্যে যাবনা।সবজান্তা গিরিতো নয়ই। পারলে একটু জমি কিনব, আর দুটি গরু। তারপর চাষবাস করব। ধান পাট, মটর কলাই মরিচ বেগুন, ঝিঙে, কাকরোল এসব লাগাব আর মনের সুখে খাব।

ডালিম ঃ না না । ওসব মনের সুখের মধ্যে আমি নেই । চাষ বাস একদম আমার পছন্দ না । গায়ে কাদা মেখে হাল চাষ, ধান রোয়া, ধান কাটা এর মধ্যে আমি নেই।

কদম ঃ তাহলে তুই কিসের মধ্যে থাকবি? কি করবি তুই শুনি?

ডালিম ঃ কতবার আর শুনবে? আমি বড়লোক হবো, আর বড়লোক হবো। ব্যাস আর কিছু না।

কদম ঃ তুই তবে বড়লোক হ গিয়ে। আমি চাষী হই গিয়ে। এই সব জাব্বা জোব্বা আমার একদম ভালো লাগছে না। এগুলো গায়ে দিলে আমার গরম লাগে আর গা কুট কুট করে। এই চশমা জোড়া চোখে দিলে কিছু যেন দেখতে পাইনা। এসব আমার এক্কবারেই ভাল লাগছে না। এ কচুর ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে আমি পাকাপোক্ত চাষীই হয়ে যাবো। সত্যি বলছি তোরে ডালিম, এখন আমার চাষা হতে ইচ্ছে করছে। ডাক্তারী করা আমার মত প্রাক্তন কাঠুরেকে দিয়ে পোষাবে না। তার চেয়ে লাঙ্গল আর গরু নিয়ে সকালে মাঠে গিয়ে চাষ করব" এই গরু হাট! হাট! এই ডাইনে, এই বায়", তখন কি মজা হবে। তুই আমার জন্য মরিচ পোড়া আর পান্তা ভাত নিয়ে যাবি। আমি গাছ তলায় বসে খাবো।

ডালিম ঃ মাঠের কাদা পানির মধ্যে তোমার জন্য পান্তা কেন গরম ভাত নিয়েও আমি যেতে পারব না। তোমার চাষা হতে ইচ্ছে করছে না। আসলে ভয়ের চোটে ওসব বলছ! আমার অত ভয় কিসের। আগে জমিদারের বাড়ি যাই তো তারপরে দেখা যাবে কি হয়। আমি তোমার সাথে সাথেই থাকবো। কাজেই অত ভয়

www.pathagar.com

পেতে হবে না।

কদম ঃ ভয় পাবোনা আবার। টাকার হদিস যদি না দিতে পারি তখন? তখন কি হবে?

ডালিম ঃ তখন যা হয় ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে । এখন যাওয়ার জন্য তৈরী হও।

কদম ঃ তুই যখন ভরষা দিচ্ছিস তখন আর ভয় কিসের। তা শোন, তুই তোর নুতন শাড়ীটা পরে তৈরী হয়ে নে । আর বর্ণপরিচয়খানা অবশ্য করে লাল কাপড়ে জড়িয়ে সাথে করে নিবি!

ডালিম ঃ ওসব তোমার আর বলে দেওয়া লাগবে না। বই খাতা কাগজ কলম দড়ি পেরেক সবই আমি তোমার ডাক্তারী ব্যাগে গুছিয়ে দেবো।

কদম ঃ একটু সাজ গোজ করে নিস। হাজার হলে সবজান্তা ডাক্তারের বউ তো। আর যাচ্ছিস জমিদার বাড়ি।

ডালিম ঃ তা কি আর বুঝিনা। ভালো করে চুল বাঁধবো, পায়ে লাল মোজা পরবো, যাবার সময় ভালো করে সেজে একটা পান মুখে দেবো। পান খেলে আমাকে যা সুন্দর দেখায়।

কদম ঃ তা আর জানিনা যেন। তবে পান টান খেয়ে ওখানে গেলে ওরা কি ভাববে?

ডালিম ঃ কি আবার ভাববে শুনি। বড় লোকরাই তো পান তামাক জর্দা পর্দা কি সব খায়। গরীব লোকরা তো ডাল ভাত জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যায়।

কদম ঃ হিমসিম খায় বা পান তামাক খায় তা আমি জানিনা। শেষে বেকায়দায় না পড়ে যাই সেই আমার ভাবনা।

ডালিম ঃ ভাবনা। আর ভাবনা। বলছি তো ভাবতে হবে না। আমি তো সাথেই থাকবো। কায়দা একটা করে সব বেকায়দা ঠিক করে ফেলবো। তখন যেন আবার ভাবতে বসনা সবার মধ্যে।

কদম ঃ না রে ডালিম, সত্যি তুই আমার ভরষা। আর ভরষা ওই

www.pathagar.com

বইখানা। এ যাত্রাটা ভালোভাবে কেটে গেলে আমি ভালো করে লেখাপড়া শিখবো। অক্ষরের দেয়াল আমি ভাঙ্গবো।

ডালিম ঃ আমিও তোমার সাথে ভালো করে লেখাপড়া শিখবো।

কদম ঃ লোকে হাসবে না?

ডালিম ঃ হাসুক। তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না।

কদম ঃ বেশ। এরকম মনের জোর থাকলে লেখাপড়া আমাদের হবেই এখন তাড়াতাড়ি চল রওনা হই।

ডালিম ঃ এবার টাকা পেলে কিন্তু একখানা ঢাকাই শাড়ী কিনে দেবে আর সেই টিয়ে পাখি।

কদম ঃ দেখা যাবে এখন চল।

ডালিম ঃ দেখা যাবে বললে হবে না বল কিনে দেবে?

কদম ঃ দেবো। দেবো। দেবো। হল তো। (প্রস্থান)

(পর্দা)

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

(জমিদার বাড়ির সদর দরজা। ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। কদম আলী ও ডালিম গাড়ি থেকে নামল। জমিদার সাহেব এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা করছেন)

জমিদার ঃ আসুন ডাক্তার সাহেব। আসুন। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছি। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে আছেন।(ডালিমকে) আপনি বরং ও ঘরে গিয়ে তার সাথে গল্প করুন।

কদম ঃ না জমিদার সাহেব, ও এখানেই থাক। টেকনিকাল কারণ আছে। কিছু মনে করবেন না। ধরতে গেলে ওই আমার কম্পাউন্ডার। আপনার স্ত্রী যদি দয়া করে এখানে আসেন তাহলে তাকেও আমার কিছু প্রশ্ন করতে হবে। আপনার বালিশের ব্যাপার তো।

জমিদার ঃ বালিশ না, টাকা।

কদম ঃ হ্যাঁ, টাকাই তো। তবে সেটা যখন বালিশের খোলের মধ্যে ছিল। সেটা আপনার স্ত্রীর বালিশের সাথে বদলও হয়ে যেতে পারে তো। আবার নাও হতে পারে। মোটের উপর আমার তো সব জেনে নেওয়া দরকার।

জমিদার ঃ যাক আমি তাকে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। বালিশ নিয়ে তো চিন্তা না, চিন্তা হল টাকা নিয়ে। ওরে কে আছিস, বেগম সাহেবকে এখানে আসতে বল।

(জমিদারের স্ত্রীর প্রবেশ)

স্ত্রী ঃ আসতে বলা লাগবে না। আমি এসেই গেছি। ডাক্তার সাহেবদের আসার খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি। ওনারা এসেছেন আমাদের হারানো টাকা খুঁজে দেয়ার জন্য, আর আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি?

জমিদার ঃ খুব ভাল করেছ, এখন এনার সাথে আলাপ কর, তারপর

www.pathagar.com

দরকারী কাজ। টাকাগুলোর হদিস না পাওয়া পর্যন্ত আমার কিছুই ভালো লাগছেনা। জমিদারীর কাজ কর্ম দেখতে পারছিনা। পুকুরে মাছ ছাড়তে পারছিনা। ঘোড়ার দৌড় দেখতে যেতে পারছিনা। কি যে হল কিছু বুঝতে পারছিনা। আমার এতগুলো টাকা।

স্ত্রী ঃ অত গুলো টাকা আমার কাছে রাখলে কি হত? আমাকে তো কোনদিন বিশ্বাস করবেনা।

জমিদার ঃ ফের বাজে কথা। বিশ্বাস করিনাত কাকে বিশ্বাস করি?

স্ত্রী ঃ তবে?

জমিদার ঃ তবে যাক (চোখ ইশারায়) এনাদের সাথে কথা বল। আমি দেখি খাবার দাবার কতদুর হল।

(প্রস্থান)

স্ত্রী ঃ আসতে আপনাদের কষ্ট হয়নিতো ?

ডালিম ঃ কি যে বলেন। কষ্ট আর কোথায় হবে ?

এমন নরম গদিআলা গাড়িতে আমরা কোন জন্মে উঠেছি নাকি। আরামে আমার ঘুম এসে গেছিল পথে।

কদম ঃ কিযে বলিস ডালিম। না আমাদের কোন কষ্ট হয়নি।তবে এই গাড়োয়ান বেটা আমাকে একটা দুটা প্রশ্ন করছিল। তা আমি ওকে দুই ধমক লাগিয়ে দিয়েছি।

স্ত্রী ঃ বেশ করেছেন। ও গাড়োয়ান কেবল গল্প খুঁজে বেড়ায়। গল্প করতে করতে ওর গাড়ী কোনদিকে চলে যায় তার ঠিক থাকেনা। একবার তো গল্প করতে করতে ঘোড়া গাড়ি সুদ্ধ ওকে নিয়ে যায় চিতলমারীর হাটে। এদিকে আমরা কত খোঁজাখুঁজি। শেষে এসেছে পরদিন, তারপর কত ওকে বকাঝকা। ও ওই রকমই, তা যাক (ডালিমকে) আপা আপনি পান খানতো ? আমি কিন্তু খুব পান খাই।

কদম ঃ না না, ডালিম ওসব পান টান খায়না ওসব কিনা সাধারণ

www.pathagar.com

লোকেরা খায়।

ডালিম ঃ পান খেলেনা আমার মাথাটা কেমন ঘুরায়। তবে আমি বলছিলাম কি

স্ত্রী ঃ ওমা তাই নাকি ? পান খাননা, । দোক্তা জর্দা খয়ের চুন, সাদা পাতা ? কিছু না ? আমার তো ভাই এর সবই চাই তবে পানও যেমন খাই সন্দেশ রসোগোল্লাও তেমনি খাই। নতুন গুড়ের সন্দেশটা আমার খুব ভালো লাগে।

ডালিম ঃ গুড়ের সন্দেশ খান আপনারা ? গুড় তো গরীব মানুষেরা খায়।

স্ত্রী ঃ কেন কেন? গুড়ের আবার জাত আছে নাকি। কি সুন্দর গন্ধ গুড়ের আমার তো মনে হয় সারা জীবন আমি গুড়ের সন্দেশ খাই।

ডালিম ঃ সন্দেশ আমারও খুব ভাল লাগে। সেই কবে একবার মামুর বাড়ী গিয়ে খেয়েছিলাম। যা ভাল লেগেছিল পানও খুব ভাল। তবে মানে, ওসব তো গরীব লোকরা খায়।

স্ত্রী ঃ কি যে বলেন আপনি! আমার শুনে হাসি পায়। খাবার জিনিসের আবার ছোট লোক বড় লোক আছে নাকি! আল্লার দুনিয়ায় কত খাবার। সবই তো মানুষের জন্য। যে যা পাবে সে তাই খাবে।

ডালিম ঃ আল্লার দুনিয়ায় খাবার তো অনেক তা তো জানি। কিন্তু তাই পাচ্ছে ক'জন। এই তো সামান্য ডাল ভাত কি শাক, কি পুঁটি মাছ তাই কয়জনে জোগাড় করতে পারে। আমাদের ওদিকে কত মানুষ যে না খেয়ে থাকে।

স্ত্রী ঃ ও মা! না খেয়ে থাকে মানুষ! এমন তো শুনিনি। কি যে আপনারা বলেন!

কদম ঃ তুই থামতো ডালিম! কি আবোল তাবোল বলছিস!

স্ত্রী ঃ তাই তো । নেন পান খান। খাবার মধ্যে আর লজ্জার কি আছে?

কদম ঃ না মোটেই না। আপনি ঠিকই বলেছেন ?

www.pathagar.com

ডালিম ঃ না, লজ্জা না। পান আসলে আমার সহ্য হয় না। তবে সুপারী খাই আমি। তাই খাবার পর সুপারী আমার চাই।

স্ত্রী ঃ সেই তো কথা যার যা ভাল লাগবে সেই তাই খাবে, পরবে। করবে। দেখেন না আমার হাতের এই লাল কাঁচের চুড়িগুলো কেমন সুন্দর। এগুলো আমার খুব ভাল লাগে। উনি বলেন সোনার চুড়ি পর, বালা পর অনন্ত পর। আমার ভাই ওসব ভালো লাগে না। হাতের মধ্যেও কি জমিদারী পরে থাকতে হবে ?

ডালিম ঃ তাইতো ঠিকই বলেছেন। লাল কাঁচের চুড়ি আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু কেউ যদি কিছু মনে করে তাই ওসব পরি না।

স্ত্রী ঃ সে কি কথা । কেউ কিছু মনে করবে কেন ? আপনার যা ভালো লাগবে আপনি তাই পরবেন। আপনার হাতে কাঁচের চুড়ি কেন লাউয়ের লতা জড়িয়ে রাখেন তাতে আর মানুষের কি।

ডালিম ঃ তাহলে আজই আমি কাঠুরেকে, থুড়ি ডাক্তার সাহেবকে অনেকগুলি কাঁচের চুড়ি কিনে আনতে বলব।

স্ত্রী ঃ কেনা লাগবে না আপনার। আমার অনেক কাঁচের চুড়ি আছে, তা থেকে আপনাকে কতগুলো দিয়ে দেবো।

ডালিম ঃ না না আপা, তা কি করে হয় ? আপনার সখের জিনিস আমি বরং কিনে নেবো।

কদম ঃ আপনি যখন খুশী হয়ে দিচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই নেবে।

স্ত্রী ঃ এখন চলুন দেখি রান্নাবান্না কতদূর হল? সাহেব তো তদারক করছেন। এখনও তার খোঁজ নেই। আপনাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

ডালিম ঃ না, না। এত ব্যস্ততার কি। এত তাড়াতাড়ি কি খিদে পাবে।

কদম ঃ তবে যখন বলছেন, চলুন।

[জমিদারের প্রবেশ]

www.pathagar.com

জমিদার ঃ চলুন! চলুন! খাবার রেডি।

(খাবার ঘরে সবার প্রবেশ)

জমিদার ঃ বসে পড়ুন। (কদমকে) আপনি এখানে আর (ডালিমকে) আপনি পরের চেয়ারটাতে বসুন। গিন্নী, তুমি ওনার পাশে বসো।

স্ত্রী ঃ আপনারা বসুন, আমি একটু বাচ্চাটার খোঁজ নিয়ে আসি। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে তার কথা মনে ছিল না

(প্রস্থান)

কদম ঃ (ডালিমকে চুপি চুপি) আজ বেশ একটা ভোজ হবে, দেখিস্ পেট ভরে খাস। লজ্জা করিসনে আবার কবে এসব খেতে পাবো কে জানে। তবে বড় ভয় হচ্ছে রে। টাকা বের করতে না পারলে কি যে হবে আল্লাহ জানে।

ডালিম ঃ কি আর হবে? সব ঠিক হয়ে যাবে। শান্ত থাকো। বেশী কথা বোলনা। চুপচাপ খেয়ে যাও। তুমি যে পেটুক।

কদম ঃ আমি পেটুক তা তো তুই জানিস। এই যে খাবার নিয়ে খানসামা এলো। (বেশ জোরে) এই হল এক নম্বর।

ডালিম ঃ আচ্ছা । তুমি থামবে।

১ম খানসামা ঃ (স্বগতোক্তি) এই যা সর্বনাশ হয়ে গেল, সাহেব এই সবজান্তা ডাক্তার নিয়ে এসেছে। সে দেখি সবই জানে। আমি খাবার নিয়ে ঢোকার সাথে সাথে তার বউকে বলল আমি নাকি এক নম্বর। এখন উপায়?

(২য় খানসামার খাবার নিয়ে প্রবেশ)

কদম ঃ এই হল দুই নম্বর।

ডালিম ঃ থামো । থামো। এই শুনে ফেলবে।

কদম ঃ ফেলুক।

২য় খানসামা ঃ (স্বগতোক্তি) এবার নির্ঘাত ধরা পড়ে গেলাম। সবজান্তা ডাক্তার

www.pathagar.com

বুঝে ফেলেছে যে আমরা টাকা নিয়েছি। আমি খাবার নিয়ে ঢুকতেই সে তার বউকে বলল আমি দুই নম্বর। দুই নম্বর মানে তো দুই নম্বর আসামী। আব্দুল প্রথম তাও সে নিশ্চয়ই বুঝেছে। এখন কি উপায় হবে ?

(৩য় খানসামার খাবার নিয়ে প্রবেশ)

কদম ঃ এই হল তিন নম্বর। বুঝলি ডালিম এই তিনটিই আসল। বাকি সব ফাও। আজ আমাদের কপাল খুলে যাবে।

(৩য় খানসামা খাবার কোন রকমে রেখে দৌড়ে রান্নাঘরে গেল)।

৩য় খানসামা ঃ কইরে আব্দুল, কইরে মকবুল, এদিকে আয়। আমাগো কম্মো কাবার! সাহেব সবজান্তা ডাক্তার নিয়ে এসেছে। সে সব জেনে ফেলেছে। সাহেবের টাকা আমরাই যে চুরি করেছি তা সে ধরে ফেলেছে।

আব্দুল ঃ বলিস কি?

৩য় খানসামা ঃ আর তুই যে প্রথম নম্বর আসামী তাও তো বল্ল ওই সবজান্তা। ওর বউ ওকে থামতে বল্ল তবুও সে জোরে জোরে বলল এক নম্বর। আমি বাইরে থেকে শুনতে পেলাম। আরও বলে কিনা আমরা তিনজনই আসল আসামী। আচ্ছা রহমত এবার তুই মিষ্টি নিয়ে যা। দেখি ডাক্তার কি করে।

যা ভয় নেই তুই তো আমাদের দলের না। দেখব কেরামতি!

(৪র্থ খানসামা ঢাকনা ওয়ালা খাবারের পাত্র নিয়ে ঢুকল)

জমিদার ঃ আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আপনি তো সব জানেন, এখন বলুন তো এই খানসামার হাতের পাত্রটার মধ্যে কি আছে ? না, ঢাকনা খুলবেন না। না খুলেই বলতে হবে। আমি জানি এই সামান্য ব্যাপারে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আপনি তো সবজান্তা।

www.pathagar.com

কদম ঃ (ভীত কণ্ঠে) এইবার মরেছো কদম। ধরা পড়ে গেছ।

জমিদার ঃ সাব্বাস! সাব্বাস! ঠিক ধরেছেন ডাক্তার সাহেব! এই দেখেন(ঢাকনা খুলে) এই পাত্রের মধ্যে রয়েছে রস কদম্ব। আপনি রিয়েলি সবজান্তা। এবার বলুন তো আমার হারানো টাকাগুলো কোথায় গেল? বলুন শীঘ্র। টাকাগুলো না পেয়ে আমার বড়ই পেরেশানি হচ্ছে ?

কদম ঃ এই বারই সব খতম। সব কারসাজী ভন্ডুল হল। এত করেও বুঝি শেষ রক্ষা হল না।

১ম খানসামা ঃ (স্বগতোক্তি) আসলে আমাদেরও আর শেষ রক্ষা হল না। ডাক্তার বেটা সবই জেনে ফেলেছে।

কদম ঃ আমি আপনাদের রান্না ঘরটা একটু ঘুরে দেখতে যাই। ষড়যন্ত্রটা ওখানে হয়ত পাকানো হয়ে থাকবে।

জমিদার ঃ যান তবে দেখে আসেন।

১ম খানসামা (২য় খানসামাকে) মকবুলরে এত সাবধানে বালিশের খোলের ভেতর থেকে টাকা চুরি করে আনলাম। চুলোর তলায় মাটি খুঁড়ে থলেটা লুকিয়ে রাখলাম, তবুও ধরা পড়ে গেলাম। জমিদার সাহেব জানতে পারলে আমাদের সবারই চাকরী যাবে। শুধু তাইনা কি যে কঠিন শাস্তি দেবেন তা ভাবতেই পারছিনা। জান মান দুটোই বুঝি যায় এবার।

২য় খানসামা ঃ একটা কাজ করলে হয় না। ডাক্তার বেটা যখন সবই জেনে ফেলেছে তখন ওর কাছে সব স্বীকার করে হাতে পায়ে ধরে বলি যে আমাদের কথা জমিদারকে যেন না বলে দেন। ডাক্তার রান্না ঘরের দিকে আসছে তাকে কিছু রস কদম্ব খেতে দিয়ে চুপি চুপি বলে দিস ব্যাপারটা।

১ম খানসামা ঃ বেশ তাই চল। (প্রস্থান) ?

(রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসে কদম আলী দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকে। ডালিম তার সাথে কথা বলার

www.pathagar.com

চেষ্টা করছে কদম আলী মাথা ঘুরে পড়ে বেহুঁশ হয়ে যায়)

ডালিম ঃ হলুদ! হলুদ!

১ম খানসামা ঃ (হঠাৎ ঢুকে) হুজুর আমাদের বাঁচান। সব টাকা এখুনি ফিরিয়ে দিচ্ছি।

কদম ঃ (তড়াক করে উঠে বসে) বাঁচালি। তোরা আমাকে বাঁচালি। টাকাটা কোথায় রেখেছিস তাই বল।

১ম খানসামা ঃ আপনার স্ত্রীই তো বলে দিলেন হলুদের কথা। হলুদের কলসীর মধ্যে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। আপনি আমাকে দেখে প্রথমেই এক নম্বর বলে সনাক্ত করেছিলেন। দুই নম্বরও ঠিক। তারপর আপনার স্ত্রী হলুদের কথা বললেন। আপনি সত্যিই সবজান্তা। হুজুর আমাদের যেন প্রাণে মারবেন না। (প্রস্থান)

কদম ঃ যা, তবে একজনও বাড়ির বাইরে যাবি না।(ডালিমকে) কি যে খুশী লাগছে। তা বলত তুই 'হলুদ' 'হলুদ' বলে উঠলি কেন?

ডালিম ঃ কেন আবার। তুমি বেহুশ হয়ে গেলে। কেউ বেহুশ হলে হলুদ পোড়া নাকের কাছে ধরতে হয়। তাতে জ্ঞান ফিরে আসে। আমি সেই জন্যই 'হলুদ' 'হলুদ' করে চেঁচাচ্ছিলাম। তাতেই কাজ হল। বলেছিলাম না আমি সব ম্যানেজ করে নেবো।

কদম ঃ আল্লা বাঁচিয়েছে। এখন জমিদার সাহেবকে সব বুঝিয়ে দিই। খিদেও লেগেছে খুব। তা উনি গেলেন কোথায় ?

(জমিদারের প্রবেশ)

জমিদার ঃ ছেলেটা আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, তাই ভেতরে গিয়েছিলাম। তা আপনার কাজের কদ্দুর।

কদম ঃ কাজ তো খতম। আসামী প্রায় সব পাওয়া গেছে একজন কেবল বাকি। আপনি তো জানতে চান আপনার টাকার হদিস। তা একটুখানি সবুর করেন। আমি বইখানা একটু ভালো করে দেখেনি।

(বর্ণপরিচয় খুলে, চশমাটা কায়দা করে চোখে লাগিয়ে

www.pathagar.com

কদম আলী পাতা উল্টিয়ে যেতে লাগল)। কুক্কু মোরগ ডাকে। ম'য়ে একটা মোরগ আছে, সেটা কোথায় গেল।

(খানসামা বাবুর্চিরা দরজার কাছে ভিড় করে তাকে দেখছে)

১ম খানসামা ঃ আমাদের একজনকে কাছে কাছে থাকতে হবে ,না হলে ওই ডাক্তার যদি সব ফাঁস করে দেয়। তুই বরং ওদিকে লুকিয়ে থাক। যদি কোন রকমে হলুদের কলসীটা নিয়ে সটকান দিতে পারিস।

(৫ম খানসামা পা টিপে টিপে এক কোনে লুকিয়ে রইল)

কদম ঃ (মোরগের ছবিটা খুঁজতে খুঁজতে) শয়তান, আমি জানি তুমি কোথায় আছ। একটু সবুর কর বাছাধন। আমি তোমার কম্মো কাবার করছি।

৫ম খানসামা ঃ (হাউ মাউ করে অন্যদের কাছে ছুটে এসে)সবজান্তা আমার কথা বলছে আমি যে লুকিয়ে আছি তা সে জানতে পেরেছে। ও ডাক্তার সবই জানতে পারে। আমরা ধরা পড়ে গেলাম। আমাদের কি হবে গো।

কদম ঃ (জমিদারকে) আপনার হারানো টাকা কোথায় তা আমি এখন ঠিক বলে দিতে পারি। চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারি। আসুন, এই একটু চুলোর ধারটা ঘুরে দেখে আসি। আসুন আসুন। এই যে, এই বড় হলুদের কলসীটার মধ্যে কি আছে দেখুন। হলুদ লেগে গেছে, তাতে কিছু হবে না। বরং সোনার মোহরের মতই দেখাচ্ছে আর খাঁটি রূপার টাকা গুলো গুণে দেখেন। সব ঠিক আছে কিনা। না থাকলে শা, মানে কাউকে রেহাই দেবনা। আমার তো মনে হয় একটা সিকিও নড়েনি, কি তাই তো ?

জমিদার ঃ সিকি নড়বে কি ? সব তো আস্ত টাকা, সব ষোল আনার টাকা। (গুনে গুনে) হ্যাঁ সব ঠিক আছে। আপনি সত্যিই সবজান্তা। এর থেকে আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি। হারানো টাকা খুঁজে পেয়ে আমি যা খুশী হয়েছি তা আর বলার না। এই

www.pathagar.com

সামান্য এক হাজার টাকা পরিশ্রমের জন্য দিলাম। আপনার জ্ঞানের পুরস্কার তো আমি দিতে পারব না। আমি সব্বাইকে বলব আপনি কত বড় ডাক্তার, আর কত বড় এলেমদার। দেশে আপনার সুনাম ধরবে না। বিদেশ থেকেও আপনাকে নিতে লোক আসবে।

কদম ঃ (ডালিমকে) খাইছেরে।

জমিদার ঃ ওগো দেখে যাও, সবটাকা পাওয়া গেছে।

(ছেলে কোলে জমিদারের স্ত্রী ঢুকল)

জমিদারের স্ত্রী ঃ টাকা পাওয়া গেছে? কোথায় পাওয়া গেল ? কে নিয়েছিল?

জমিদার ঃ (কদমের পিঠ চাপড়ে) সবই ডাক্তার সাহেবের গুণে। রান্না ঘরে চুলোর ধারে হলুদের কলসীর মধ্যে টাকাগুলো কারা যেন নিয়ে রেখেছিল। ডাক্তার সাহেব ও তার স্ত্রী দুজনে সব জানতে পেরে কৌশলে বের করেছেন। বুঝলে গিন্নী এমন সবজান্তা ডাক্তার দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

জমিদারের স্ত্রী ঃ সে কথাতো তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম। তোমাকে তো বলে বলে আমি পাঠালাম ওনাদের বাড়িতে । ঠিক কিনা। বল।

জমিদার ঃ ঠিক। একশ বার ঠিক। তোমার বলার জন্যই তো আমি গিয়ে ওনাকে ধরলাম। আর যাওয়া মাত্র উনি তো আমাকে রুগীর টেবিলে শুইয়ে দিচ্ছিলেন। একটু দেরী হলে তো অপারেশন করে ফেলতেন।

জমিদারের স্ত্রী ঃ তাই নাকি। যাক বাঁচা গেছে। অপারেশনটা সাকসেসফুল হয়েছে। তবে যে বল আমার কথায়, মানে মেয়ে লোকের কথায় কাজ হয়?

জমিদার ঃ কে বলেছে হয় না ? মেয়েলোকের কথায় আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলাম। ওনারা এলেন। আবার মেয়েলোকের কথায় হলুদের কলসীর মধ্যে টাকা পাওয়া গেল। কি তাজ্জব

www.pathagar.com

ব্যাপার। এখন আমি ঢাকে ঢোলে মানে শ্লোগান দিয়ে বলব–গিন্নীদের কথা শুনবেন। গিন্নীদের কথা শুনবেন। গিন্নীদের কথা শুনবেন। (কদমকে) আপনার গিন্নীকে আমি এক হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম।

ডালিম ঃ এক সাথে দুহাজার টাকা।

জমিদারের স্ত্রী ঃ আপনারা কষ্ট করে এসে কত কিছু করলেন। আমাদের জন্য। আপনাদের জন্যই তো হারানো টাকা পাওয়া গেল। টাকা হারিয়ে উনি তো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা যে আমাদের কি উপকার করলেন তা বলে শেষ করা যায় না। আপনারা আবার বেড়াতে আসবেন। এলে আমরা খুব খুশী হবো।

কদম ঃ আমার রুগীর খুব ভিড়। তবুও আসবো নিশ্চয়ই আসবো। আপনাদের প্রত্যেকটা খাবার আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি তো খেতে একটু ভালবাসি।

ডালিম ঃ আহা তুমি থামতো। খেতে কে না ভালবাসে দুনিয়ায়। তা আর সবাইকে বলে বেড়াতে হবে। আচ্ছা আসি। কেমন ?

জমিদার ঃ চলুন আমার গাড়ি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি গাড়ি পাঠালে মাঝে মাঝে আসবেন।

কদম ঃ হ্যাঁ আসবো। গাড়ি পাঠালে আসবো।

জমিদার ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম।

কদম ঃ ওয়া আলায়কুম আস্‌সালাম। আসি তবে।

ডালিম ঃ (যেতে যেতে) আচ্ছা বলত্ কি আজব ব্যাপার। কিভাবে টাকাগুলো বের হয়ে এলো। টাকা না পাওয়া গেলে কি কান্ডটাই না আজ হয়ে যেতো।

কদম ঃ সবই সবজান্তা ডাক্তারের বুদ্ধি আর বরাত।

ডালিম ঃ বুদ্ধি না কচু। শুধু বরাত।

www.pathagar.com

কদম ঃ তবে তাই।

ডালিম ঃ তুমি তো প্রথমে ভয়ে আসতেই চাওনি।

কদম ঃ তখন কি আর জানতাম দুহাজার টাকা পুরস্কার পাবো।

ডালিম ঃ এক হাজার তো আমার।

কদম ঃ আরে, তোর মানে আমার। আমার মানে তোর। সব মিলিয়ে আমাদের। এবার আলীবাবার গানটা শোন–

"বোঁ বন বন। শোঁ শন শন।

ভোপ্পা ভোপ্পা ভোঁ

ভোপ্পা ভোপ্পা ভোঁ।"

(পর্দা)

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ দৃশ্য

[কদম আলীর চেম্বার। রোগীর ভিড়। সহকারী উদ্ভট খুব ব্যাস্ত হয়ে রোগীদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা গুনে নিয়ে টোকেন দিচ্ছে]

উদ্ভট ঃ সব্বাই এক জায়গায় ভিড় না করে লাইন করে দাঁড়ান।

রোগী ঃ লাইন করে তো দাঁড়িয়ে ছিলাম দুপুর থেকে। দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে। এখন বাপু একটু বসতে চাই। আগে জানলে এখানে আসতাম না।

উদ্ভট ঃ এখন তো জানলেন এখানকার নিয়ম। অসুবিধা হলে যান অন্যখানে। দেশে তো ডাক্তারের অভাব নেই। আর যদি না যান তবে লাইনে ঠিকমত দাঁড়ান।

রোগী ঃ একটু বসতে চাই বাবা।

উদ্ভট ঃ বসা টসা হবে না। ডাক্তারকে দেখাতে চাইলে দাঁড়িয়ে থাকেন আর বসতে হলে সিনেমা হলে যান।

রোগী ঃ সেখানেও তো লাইন। শালার লাইন দেশে এসে পা দুটো গেল। না, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। তুমি আমার টাকা ফেরৎ দাও।

উদ্ভট ঃ টাকা তো ডাক্তারের খাতায় জমা হয়ে গেছে। এখন ফেরত দেওয়া যাবে না। এক সপ্তাহ পরে এসে লাইন করে দাঁড়াবেন তখন ফেরত পাবেন।

রোগী ঃ ওরে বাবা। আবার লাইন। বেশ জুলুমে পড়লাম তো সবজান্তা ডাক্তাররে দেখাতে এসে।

[গুন্ডামত দেখতে একটা লোক অন্যদের ঠেলে লাইনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে উদ্ভটকে লক্ষ্য করে]

গুন্ডা রোগী ঃ এই উদ্ভট, আমার নামটা আগে রেখেছিস তো।

www.pathagar.com

উদ্ভট ঃ আগে আসলে আগে নাম পরে আসলে পরে নাম।

গুন্ডা ঃ (পিস্তল দেখিয়ে) এই দেখেছো ?

উদ্ভট ঃ (কাঁপতে কাঁপতে) দাঁড়ান বদ্দা আপনার নাম এখুনি আগে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি এই চেয়ারটায় বসে আরাম করেন।

গুন্ডা ঃ এই নাও টাকা। কত লাগবে ?

উদ্ভট ঃ টাকা লাগবে না। ছি ছি। কি যে বলেন বদ্দা টাকা লাগবে না আপনার।

[কদম আলীর প্রবেশ। রোগীর ভিড় করে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। উদ্ভট ধমক দিয়ে আবার তাদের লাইন করায়)

বাতের রোগী ঃ (ভিড় ঠেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাক্তাররের কাছে গিয়ে) ডাক্তার সাহেব ব্যথার কষ্টে মরে গেলাম।

কদম ঃ ব্যাথার কষ্ট হবেই। ক'বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছ ?

বাতের রোগী ঃ চার বছর। ডাক্তার সাহেব, চার চারটে বছর ধরে অসহ্য অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি।

কদম ঃ খুব ভালো কথা। তা, ফি দিয়েছ কত ।

বাতের রোগী ঃ দু টাকা।

কদম ঃ চার বছরের ব্যথায় চার টাকা লাগবে। আরো দু টাকা দিয়ে উদ্ভটের কাছ থেকে ওষুধের কাগজ নিয়ে যাবে। আর শোনো রোজ একঘন্টা করে দড়ি লাফাবে। বুঝেছো ইংরেজীতে যাকে স্কিপিং বলে।

বাতের রোগী ঃ আপনি যদি একটু দেখিয়ে দিতেন। (কদম আলী স্কিপিং করে দেখাতে গেল। দড়িতে লেগে ওষুধের বোতল একটা পড়ে ভেঙ্গে গেল। বোতল থেকে রঙীন মিকচার গড়িয়ে পড়ল। কদম আলী পা পিছলিয়ে আছাড় খেল। উদ্ভট এসে তাকে টেনে তুলল ও গামছা দিয়ে কদম আলীর গা ও মেঝে মুছে দিল)

বাতের রোগী ঃ না, ও রকম ভাবে লাফাতে আমি পারব না,

www.pathagar.com

কদম ঃ তা হলে আরো দু টাকা দিয়ে ওষুধের কাগজ নিয়ে যাও।

বাতের রোগী ঃ কাগজ ধুয়ে খাবো ? (প্রস্থান)

(পেটের অসুখের রোগীর প্রবেশ)

কদম ঃ তোমার কি হয়েছে ?

পেটের রোগী ঃ আমার পেটে অসুখ। একদম হজম হয় না। যা খাই তাই অমনি পেট থেকে পড়ে।

কদম ঃ কি খাও ?

পেটের রোগী ঃ শাক পাতা কচু ঘেচু কলার মোচা শাকের ডাঁটা এই সব। গরীব মানুষ, কোথায় কি পাবো আর খাবো ?

কদম ঃ দুধ খাও না?

পেটের রোগী ঃ দুধ কোথায় পাবো ?

কদম ঃ বাজার থেকে কিনবে। গোয়ালার কাছ থেকে নেবে। না হয় গরু পুষবে। ছাগল পুষবে। মোষ পুষবে, মানুষে ঘোড়ার দুধও খায় জানো তা ?

পেটের রোগী ঃ ওসব কোথা থেকে জানব গরীব মানুষ।

কদম ঃ গরীব টরীব বুঝিনা। গরু পুষবে ছাগল পুষবে। হাঁস মুরগী পুষবে। আর শাকের পাতার সাথে গোসত দিয়ে রান্না করে খাবে। বুঝলে তাতে সব অসুখ সেরে যাবে। আর, আর পানি ফুটিয়ে খাবে। বা টিপকলের পানি খাবে। ও না, তাইতো এসব কথা পরে হবে। পায়খানার রিপোর্ট উদ্ভটের কাছে দিয়েছো ?

পেটের রোগী ঃ হ্যাঁ, দিয়েছি।

কদম ঃ উদ্ভটের কাছ থেকে ওষুধ লেখা কাগজ নিয়ে রাঘব ফার্মেসী থেকে ওসুধ কিনে একমাস খাবে। তারপর টাকা নিয়ে আবার আসবে।

পেটের রোগী ঃ এক মাস ধরে ওষুধ খাবো। পেটটাকে কি ডাক্তারখানা

www.pathagar.com

বানাবো নাকি? তারপর আবার আসবো টাকা নিয়ে। উনি যেন আমার মেয়ের শ্বশুর। কচুর ডাক্তার। সবজান্তা না হাতি। টাকার কুমির। (প্রস্থান)

(উদ্ভটের প্রবেশ)

উদ্ভট ঃ সাহেব, জমিদার বাড়ি থেকে গাড়ি এসেছে আপনাকে নিতে।

কদম ঃ তাই নাকি ? তা, দোকান পাট বন্ধ কর।

উদ্ভট ঃ অনেক রোগী যে দুপুর থেকে অপেক্ষা করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কদম ঃ ওদের বলেদে কাল সকালে আসতে।

উদ্ভট ঃ সকালের জন্য আর এক দল অপেক্ষা করে আছে?

কদম ঃ তারা বিকালে আসবে।

উদ্ভট ঃ সবার কাছে থেকে যে টাকা নেওয়া হয়ে গেছে।

কদম ঃ হয়ে গেছে তা আমি কি করব? এদের জ্বালায় আর পারি না। এত রোগ আর রোগী যে আগে কোথায় ছিল জানতাম না, দিন নেই রাত নেই রোগীর যেন ঢল নেমেছে। যে দেশে এত রোগ সে দেশে মানুষ বেঁচে থাকে কি করে। ভারী আজব তো আমাদের দেশ।

উদ্ভট ঃ কি যে আবোল তাবোল বলছেন স্যার। ওদিকে ড্রাইভার বলছে তার তাড়া আছে।

কদম ঃ হ্যাঁ, বেশ যাচ্ছি। আজকাল সবারই তাড়া। আগে তো এমন ছিল না। দেশের সবাই কি পাগল হয়ে গেল নাকি? এতো এক মহা জ্বালা। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

শেষ দৃশ্য

[কদম আলীর চেম্বার। রোগীর ভিড়। হৈ হট্টগোল]

কদম ঃ (১ম রোগীকে) কি, তোমার হয়েছে ?

২য় রোগী ঃ আমার পেটের মধ্যে সারাদিন, শুধু খাই খাই করে! দিন রাত মনে হয় শুধু খাই। চানাচুর, বিস্কুট, কোরমা-কালিয়া, পোলাও, বিরিয়ানী, মিষ্টি, দই,ফল, পেঁপে, কলা – কেবলিই খেতে ইচ্ছে করে। খাই - খাইতে আমাকে পেয়ে বসেছে। এর একটা ওষুধ দেন আমাকে ।

কদম ঃ ও এমন কিছু না। ওর জন্য ঘাবড়াবে না। আমারও এক সময় ও রকম মনে হত।

১ম রোগী ঃ তাই নাকি ? তা কিসে সারল ?

কদম ঃ খেয়ে সারল।

১ম রোগী ঃ কি খেয়ে ?

কদম ঃ তাই দিচ্ছি। এই নাও এই নিমের বড়ি কটা। এর সাথে চাল ভাজার গুড়ো, নারকেল কোরা, গুড়, তিলভাজা আর সন্দেশ মিশিয়ে নাড়ু বানাবে। সেই নাড়ু রোজ যে কটা ইচ্ছে খাবে। আর উদ্ভটের কাছে কাগজ নিয়ে গিয়ে রাঘব ফার্মেসী থেকে বাকি ওষুধ কিনে নিয়ে যাবে। একমাস পরে আবার আসবে।

১ম রোগী ঃ আর কিছু করতে হবে ।

কদম ঃ তোমার খাই খাই যদি বেড়ে যায় তবে পুরোনো পেপে গাছের শাস মানে ভিতরটা কুরিয়ে কাঁচা আম দিয়ে রান্না করে খাবে।

১ম রোগী ঃ এমন অদ্ভুত খাবারের নাম তো কখনও শুনিনি। (প্রস্থান)

কদম ঃ এটা খাবার না ওষুধ। কথা বললে তোমরা বুঝতে চাওনা।

www.pathagar.com

(২য় রোগীর প্রবেশ)

২য় রোগী ঃ সবজান্তা ছাড়া এসব কে জানে ?

কদম ঃ তোমার কি হয়েছে ?

২য় রোগী ঃ আমার কানের মধ্যে কেবল ঝিঁ ঝিঁ ডাকে।

কদম ঃ ব্যাং ডাকে না ?

২য় রোগী ঃ ডাকলেও তা ঝিঁ ঝিঁ ডাকার মত শোনায়।

কদম ঃ ঠিক আছে। তুমি কাল সকাল থেকে কান নীচের দিকে করে ডান পাশে একবার বামপাশে একবার এমনি করে এক ঘন্টা নাচবে। আর উদ্ভটের কাছে থেকে কাগজ নিয়ে রাঘব ফার্মেসী থেকে ওষুধ নিয়ে খাবে। দু'মাস পরে আবার আসবে।

২য় রোগী ঃ দু'মাস পরে আবার ? রাখো তোমার ডাক্তারী। (প্রস্থান)

(৩য় রোগীর প্রবেশ)

কদম ঃ তোমার কি হয়েছে ?

৩য় রোগী ঃ আমার খালি ঘুম পায়। সারাদিন শুধু ঘুমোতে ইচ্ছে করে। ঘুমের জ্বালায় আমি কোন কাজ করতে পারি না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি।

কদম ঃ ভালই তো। তুমি তাহলে একদিন দেশের সবচেয়ে মোটা মানুষ হয়ে যাবে। দলে দলে লোক তোমাকে দেখতে আসবে। তা, তোমার শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে ?

৩য় রোগী ঃ তার কোন ঠিক নেই। কখনও শুয়ে, কখনও দাঁড়িয়ে । তবে পেটে খাবার পড়লেই আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

কদম ঃ আর কিছু ?

৩য় রোগী ঃ আর স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে। ভালো ভালো স্বপ্ন। এই

www.pathagar.com

আমেরিকার স্বপ্ন, বিদেশ যাবার স্বপ্ন। কাতার, কুয়েত, আবুধাবী এই সব জায়গায় যাওয়ার স্বপ্ন আমার বেজায় ভালো লাগে।

কদম ঃ রোগ তো তোমার বড় কঠিন। এই সব স্বপ্নই তো আদম ব্যাপারীরা চাষ করছে। স্বপ্ন জিনিসটা খারাপ না। ধরতে গেলেই স্বপ্নই জীবন। তবে ঘুমটা বড় বেআক্কেলে। তুমি একটা কাজ কর এই চশমাটার মত একটা কালো চশমা কিনে পরবে। ঘুম যদি না কমে মাঝে মাঝে একটু সামান্য মরিচের গুড়ো চোখে লাগাবে। তবুও ওষুধ কিছু লাগবে। উদ্ভটের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে রাঘবের দোকান থেকে ওষুধ গুলো কিনে নেবে একমাস পরে আবার আসবে।

৩য় রোগী ঃ (যেতে যেতে) একমাস পরে আবার আসতে হবে। কেন ? কি দরকার। আর রাঘবের দোকান ছাড়া যেন আর দোকান নেই। যতোসব পেরেশানীর কারবার। রাঘবের সাথে ডাক্তারের সায় আছে নিশ্চয়ই। (প্রস্থান)

(চতুর্থ রোগীর প্রবেশ)

কদম ঃ (৪র্থ রোগীকে) তোমার কি ?

৪র্থ রোগী ঃ আমার খুব অসুখ।

কদম ঃ অসুখ তো চাই-ই । অসুখ না হলে এখানে আসবে কেন ? বেশ ভালো।

৪র্থ রোগী ঃ হলে মজাটা টের পেতেন।

কদম ঃ তাই নাকি মজাটা কি শুনি ?

৪র্থ রোগী ঃ মজাটা হল গান। আমার খালি গান গাইতে ইচ্ছে করে।

কদম ঃ কি গান? শোনাও দেখি গোটা চারেক।

www.pathagar.com

৪র্থ রোগী ঃ আধুনিক পপ।

কদম ঃ সে আবার কি ? গাও দেখি। গাও।

৪র্থ রোগী ঃ (বেসুরো গলায়, ভীষণ চীৎকার করে)

চিনলি নারে ।বুঝলি নারে ... ...

সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী ....

কদম ঃ (কান চেপে ধরে) থাম। থাম। বেদম চেচাচ্ছিস। গানের কথাগুলো তো ভালো। আমারই গাইতে ইচ্ছে করে। (কদম গান ধরল কিছুক্ষণ গাইলো।

আর কোন অসুবিধা আছে তোমার ?

৪র্থ রোগী ঃ এমনিতে গান গাইতে গাইতে এখন গলা ভেঙ্গে গেছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। এর আগে গ্রামের লোকেরা খুব মারধোর করেছে গান শুনে। তখন অনেক দিন গায়ের ব্যথায় শুয়ে ছিলাম। এখন তো গলার ব্যথার জন্য এসেছি।

কদম ঃ তাতো বুঝতেই পারছি।

৪র্থ রোগী ঃ সেই জন্যই আপনাকে সবজান্তা বলে। তা এখন আমি কি করব?

কদম ঃ গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখবে ?

৪র্থ রোগী ঃ কার গলায় ?

কদম ঃ তোমার আর কার ?

৪র্থ রোগী ঃ আর কি করব ?

কদম ঃ ঠান্ডা একদম লাগাবে না। গানও কিছু দিন করবে না। আর ঠান্ডা কিছু খাবে না।

৪র্থ রোগী ঃ কিছুদিন কেন? গানের বারোটা তো বেজেই গেছে। এই

www.pathagar.com

গলায়ই কি আর গান বের হবে? আবার গাইতে গেলেও গ্রামের লোকেরা এবার ঠেঙ্গিয়ে বিদায় করবে। আমার গান শুনলেই যে যেখানে থাকে মারতে আসে।

কদম ঃ আসবেই তো। এটা তো জানা কথা।

৪র্থ রোগী ঃ ঠান্ডা খেতে মানা করলেন। কিন্তু আইসক্রীম যে আমার খুব প্রিয়।

কদম ঃ আমারও। তোমার ও সব বাদ।

৪র্থ রোগী ঃ তা হলে খাবো কি?

কদম ঃ রস কদম্ব। রস কদম্ব।

৪র্থ রোগী ঃ রস কদম্ব। (প্রস্থান)

(পর্দা)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যাপক হালিমা খাতুন বাংলা, ইংরেজী ও শিক্ষাশাস্ত্রে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডো থেকে ডক্টরেট ইন এডুকেশন লাভ করেন ১৯৬৮ সালে। ইংরেজীতে এম এ পড়ার সময় ৫২'র ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে খুলনার করোনেশন বিদ্যালয় ও আর কে গার্লর্স কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।

শিশুদের ভালবাসেন আর শিশুদের জন্য বাংলা ও ইংরেজীতে গল্প ছড়া নাটক ও কবিতা লেখেন। বড়দের জন্য ও দুই ভাষাতে গল্প কবিতা রম্য রচনা ও প্রবন্ধ লেখেন। নব্য সাক্ষরদের জন্যও তিনি অনলস লিখে যাচ্ছেন। শিক্ষা ও গবেষনার ক্ষেত্রেও তার অবদান কম নয়। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশের অধিক।

১৯৬১ সাল থেকে হালিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষনা ইনষ্টিটিউটে কর্মরত আছেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান ও ইনষ্টিটিউটের পরিচালক হিসাবেও তিনি দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। নেপালের ইকোয়াল অ্যাকসেস অব উইমেন প্রকল্পে কয়েক বছর কাজ করেছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ভ্রমন করেছেন- আমরিকার যুক্তরাজ্য ক্যানাডা, ইউরোপ, জাপান, দক্ষিন কোরিয়া, ফিলিপিন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকা। বাংলাদেশ বেতারে শিক্ষার্থীদের আসর পরিচালনা করতেন এক সময়। বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাটে ১৯৩৩ সালে হালিমা খাতুন জন্মগ্রহন করেন।